Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -১৯

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ ﴿٢١﴾

২১। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা লা-ইয়ারজূনা লিক্বা—আনা- লাওলা ~ উন্যিলা 'আলাইনাল মালা—ইকাতু আও নারা- রাব্বানা- ;

(২১) এবং যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফিরিশতা কেন অবতীর্ণ করা হয়না? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে কেন দেখি না?

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢٢﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ

লাক্বাদিস্ তাক্বাবূ ফী ~ আন্ফুসিহিম ওয়া'আতাও 'উতুওওয়ান্ কাবীরা- । ২২। ইয়াওমা ইয়ারাওনাল মালা—ইকাতা লা- বুশরা-

তারা তাদের অন্তরে নিজদেরকে অনেক বড় মনে করে এবং তারা খুবই অবাধ্য হয়েছে। (২২) যেদিন তারা ফিরিশতাগণকে দেখবে, সেদিন সে পাপীদের

يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٣﴾ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ

ইয়াওমাইযিল্ লিল্মুজ্বরিমীনা ওয়া ইয়াক্বূলূনা হিজ্বরাম্ মাহ্জূরা- । ২৩। ওয়া ক্বাদিম্না ~ ইলা- মা-'আমিলূ মিন্

জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা (আযাব দেখে) বলবে, (রক্ষা কর, রক্ষা কর!)। (২৩) এবং আমি তাদেরকৃতগুলোর দিকে

عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴿٢٤﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ

'আমালিন্ ফাজ্বা'আল্না-হু হাবা—আম্ মান্ছূরা- । ২৪। আস্বহা-বুল্ জ্বান্নাতি ইয়াওমাইযিন্ খাইরুম্ মুস্তাক্বার্রাওঁ ওয়া আহ্সানু

দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। অতঃপর সেগুলোকে আমি ছড়ানো ধূলিকণার মত করে দেব। (২৪) সেদিন জান্নাতীগণের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল অতি

مَقِيلًا ﴿٢٥﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٦﴾ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ

মাক্বীলা- । ২৫। ওয়া ইয়াওমা তাশাক্কাক্কুস্ সামা—উ বিলগামা-মি ওয়া নুযযিলাল মালা—ইকাতু তান্যীলা- । ২৬। আল্মুল্কু ইয়াওমাইযিনিল্

মনোরম হবে। (২৫) যেদিন আকাশ মেঘ মালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফিরিশতাগণ পরপর প্রেরিত হবে, (২৬) সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র

الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ

হ্বাক্কু লির্রাহ্মা-ন ; ওয়া কা-না ইয়াওমান 'আলাল্ কা-ফিরীনা 'আসীরা- । ২৭। ওয়া ইয়াওমা ইয়া'আদ্দুয্ যা-লিমু 'আলা-

রহমানের এবং সেদিন টি কাফিরদের উপর অতি কঠিন হবে। (২৭) সেদিন জালিম ব্যক্তি নিজ হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবে,

يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٨﴾ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ

ইয়াদাইহি ইয়াক্বূলু ইয়া-লাইতানিত্ তাখায্তু মা'আর্ রাসূলি সাবীলা- । ২৮। ইয়া- ওয়াইলাতা- লাইতানী লাম আত্তাখিয্

হায়! যদি আমি রাসূলের সাথে (তাঁর) সরলপথ গ্রহণ করতাম! (২৮) 'হায় আফসোস! যদি আমি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না

فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٩﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ

ফুলা-নান্ খালীলা- । ২৯। লাক্বাদ্ আদ্বাল্লানী 'আনিয্ যিক্রি বা'দা ইয্ জা—আনী ; ওয়া কা-নাশ্ শাইত্বা-নু লিল্'ইন্সা-নি

করতাম'। (২৯) সে তো আমাকে পথভ্রষ্ট করেছে, (রাসূলের) উপদেশ হতে। যখন তা আমার কাছে এসে পৌঁছেছে তারপর শয়তানতো মানুষকে

○ বি শ্লেষণ (আঃ ২২) ঃ يوم يرون – এ দিন দ্বারা মৃত্যুর দিনকে বুঝান হয়েছে। কারো মতে, এর দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝান হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহ) বলেন, উভয়টিই সঠিক। এজন্য যে, এ দুটি দিনেই ফিরিশতা মুমিন ও কাফিরদের সামনে হাজির হয়ে মুমিনদের সুসংবাদ এবং কাফিরদেরকে ধ্বংসের দুঃসংবাদ দিবেন। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ২৮) ঃ উক্বা ইবনে আবি মুঈত রাসূল (সা)-কে দাওয়াত করলে রাসূল (সা) তার ঈমান আনয়নের শর্তে কবুল করেন এবং সে কালেমা উচ্চারণ করার পর রাসূল (স) দাওয়াতে গেলেন। এরই উল্লেখ এই আয়াতে রয়েছে। অতঃপর উবাই ইবনে খলফ তাকে ভর্ৎসনা করলে সে বলল যে, কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধার্থে বাহ্যিকভাবে কালেমা পড়েছি, অন্তরে আস্থা স্থাপন করি নি। বাস্তবে সে কাফেরই রয়ে গেল। (বঃ কোঃ)

خَذُوْلًا ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾

খাযূলা-। ৩০। ওয়া ক্বা-লার্ রাসূলু ইয়া- রাব্বি ইন্না ক্বাওমিত্ তাখাযূ হা-যাল্ কুরআ-না মাহ্জূরা-।

ধোঁকা প্রদানকারী। (৩০) এবং রাসূল বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে বর্জনীয় মনে করেছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا

৩১। ওয়া কাযা-লিকা জ্বা'আল্না- লিকুল্লি নাবিইয়্যিন 'আদুওয়্যাম্ মিনাল্ মুজ্বরিমীন ;ওয়া কাফা- বিরাব্বিকা হা-দিয়াওঁ

(৩১) এভাবেই আমি কতিপয় অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর জন্য দুশমন বানিয়েছিলাম এবং আপনার প্রতিপালকই সঠিক পথ প্রদর্শনকারী এবং সাহায্যকারী

وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ

ওয়া নাস্বীরা-। ৩২। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ লাওলা- নুযযিলা 'আলাইহিল কুরআ-নু জুম্লাতাওঁ ওয়া-হিদাহ্, কাযা-লিকা,

হিসেবে যথেষ্ট। (৩২) কাফেররা বলল, সমুদয় কুরআন তার উপর একত্রে অবতীর্ণ হল না কেন?এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি, এবং আমি তা থেমে থেমে

لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ

লিনুছাব্বিতা বিহী ফুআ-দাকা ওয়া রাত্তাল্না-হু তারতীলা-। ৩৩। ওয়ালা- ইয়া'তূনাকা বিমাছালিন ইল্লা-জ্বি'না-কা বিলহাক্কি

পাঠ করেছি। যাতে, এর দ্বারা আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় (৩৩) তারা আপনার কাছে যত জটিল বিষয় উপস্থিত নিয়ে যায় তার সঠিক উত্তর

وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾ اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ

ওয়া আহ্সানা তাফ্সীরা-। ৩৪। আল্লাযীনা ইউহ্শারূনা 'আলা- উজূহিহিম ইলা- জ্বাহান্নামা, উলা—ইকা

এবং সুন্দর বিশ্লেষণ আমি আপনাকে বলে দেই : (৩৪) এরা তারা যাদেরকে মুখ উপুড় অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া করা হবে, তারা

شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ

শার্রুম্ মাকা-নাওঁ ওয়া আদ্বাল্লু সাবীলা-। ৩৫। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা ওয়া জ্বা'আল্না- মা'আহূ~আখা-হু

স্থানের দিক দিয়েও অতি নিকৃষ্ট এবং চলার দিক দিয়েও পথভ্রান্ত। (৩৫) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারুনকে সাহায্যকারী

هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا

হা-রূনা ওয়াযীরা-। ৩৬। ফাক্বুল্নায্ হাবা~ইলাল্ ক্বাওমিল্ লাযীনা কাযযাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-; ফাদাম্মারনা-হুম তাদ্মীরা-।

করেছিলাম, (৩৬) অতঃপর বলেছিলাম যে, আপনারা এমন জাতির কাছে যান, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, ফলে আমি তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ

৩৭। ওয়া ক্বাওমা নূহিল্ লাম্মা- কাযযাবুর্ রুসূলা আগ্রাক্বনা-হুম ওয়া জ্বা'আল্না-হুম লিন্না-সি আ-য়াহ ; ওয়া আ'তাদ্না- লিয্যা-লিমীনা

(৩৭) এবং নূহের সম্প্রদায়কেও যখন তারা রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছিল, তখন আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম এবং মানুষদের জন্য, তাদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ করে দিলাম। আর আমি

✪ টীকা (আঃ ৩১) ঃ আপনার চিন্তার দু'টি কারণ হতে পারে। তাদের পথভ্রষ্ট থাকার এবং তারা আপনাকে উৎপীড়ন করার আশংকার। অতএব, আল্লাহ্ পাকই তাদের হেদায়াতের জন্য এবং তাদের উৎপীড়ন দমনের জন্য যথেষ্ট। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৩২) ঃ এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন আল্লাহ্র কালাম হলে ক্রমান্বয়ে নাযিল করার কি প্রয়োজন ছিল? এতে সন্দেহ হয় যে, মোহাম্মদ (দ) স্বয়ং চিন্তা করে কিছু কিছু রচনা করতেছেন। উত্তর পরবর্তী আয়াতে আসতেছে। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ এখানে 'বাসস্থান' বলতে দোযখ, আর পন্থা বলতে ধর্মনীতি ও মতবাদ উদ্দেশ্য। আর মুখে ভর দিয়ে বিপরীতভাবে হাটানোর শাস্তি তাদের উপযোগী এই জন্য যে, তাদের প্রশ্নগুলিও বিপরীত বুদ্ধিপ্রসূত। কাজেই শাস্তিও তাদের বিপরীত দিক হতে হবে। (বঃ কোঃ)

عذابا اليما ۝٣٨ وعادا وثمودا واصحب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا ۝

'আযা-বান্ আলীমা- । ৩৮ । ওয়া 'আ-দাওঁ ওয়া ছামূদা ওয়া আস্বহা-বার্ রাস্সি ওয়া কুরূনাম্ বাইনা যা-লিকা কাছীরা- ।
জালিমদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি, । (৩৮) আমি আদ, সামুদ এবং কূপবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী বহু সম্প্রদায়কে (ধ্বংস করেছিলাম)।

۝٣٩ وكلا ضربنا له الامثال ز وكلا تبرنا تتبيرا ۝٤٠ ولقد اتوا على القرية التي

৩৯ । ওয়া কুল্লান্ দ্বারাব্না- লাহুল্ আম্ছা-লা, ওয়া কুল্লান্ তাব্বারনা- তাত্‌বীরা- । ৪০ । ওয়া লাক্বাদ্ আতাও 'আলাল্ ক্বার্‌ইয়াতিল্লাতী ~
(৩৯) এবং আমি তাদের সবার জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম, আর আমি তাদের প্রত্যেককেই ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। (৪০) তারাতো সে জনপদের পার্শ্ব দিয়ে

امطرت مطر السوء ط افلم يكونوا يرونها ج بل كانوا لا يرجون نشورا ۝٤١ واذا

উম্‌ত্বিরাত্ মাত্বারাস্ সাওই ; আফালাম ইয়াকূনূ ইয়ারাওনাহা-, বাল্ কা-নূ লা- ইয়ারজূনা নুশূরা- । ৪১ । ওয়া ইযা-
আসা যাওয়া করে, যার উপর বর্ষিত হয়েছিল প্রস্তর বৃষ্টি এরপরও কি তারা তা দেখে না? প্রকৃত পক্ষে তারা পুনর্জীবিত হবার আশা করে না। (৪১) যখন তারা

راوك ان يتخذونك الا هزوا ط اهذا الذي بعث الله رسولا ۝٤٢ ان كاد

রাআওকা ইয় ইয়াত্তাখিযূনাকা ইল্লা- হুযুওয়ান ; আহা-যাল্লাযী বা'আছাল্লা-হু রাসূলা- । ৪২ । ইন্ কা-দা
আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে নিয়ে উপহাস করতে থাকে যে, ইনিই কি সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন? (৪২) সেতো

ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها ط وسوف يعلمون حين يرون العذاب

লাইউদ্বিল্লুনা- 'আন্ আ-লিহাতিনা- লাওলা ~আন্ স্বাবারনা- 'আলাইহা-; ওয়া সাওফা ইয়া'লামূনা হ্বীনা ইয়ারাওনাল্ 'আযা-বা
আমাদেরকে আমাদের মা'বুদ হতে দূরে সরিয়ে দিত, যদি না আমরা তাদের উপর মজবুত থাকতাম। যখন তারা শাস্তি দেখবে, তখন তারা স্পষ্ট জানতে

من اضل سبيلا ۝٤٣ ارءيت من اتخذ الهه هوىه ط افانت تكون عليه وكيلا

মান্ আদ্বাল্লু সাবীলা- । ৪৩ । আরাআইতা মানিত্তাখাযা ইলা-হাহূ হাওয়া-হ ; আফাআন্‌তা তাকূনু 'আলাইহি ওয়াকীলা- ।
পারবে যে, কে অধিক পথভ্রষ্ট। (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন না, যে নিজ প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, অতএব আপনি কি কখনো তার ব্যবস্থাপক হতে পারেন?

۝٤٤ ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ط ان هم الا كالانعام بل هم

৪৪ । আম্ তাহ্বসাবু আন্না আকছারাহুম ইয়াস্‌মা'উনা আও ইয়া'ক্বিলূন; ইন্ হুম ইল্লা- কাল্ আন্'আ-মি বাল্ হুম
(৪৪) অথবা আপনি কি এ ধারণা করে যে, তাদের মধ্যে অনেকেই শোনে অথবা বুঝে? তারা তো নিচক চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তারা এর চেয়ে অধিক

اضل سبيلا ۝٤٥ الم تر الى ربك كيف مد الظل ج ولو شاء لجعله ساكنا ج ৪ ع ২ রুকূ

আদ্বাল্লু সাবীলা- । ৪৫ । আলাম্ তারা ইলা-রাব্বিকা কাইফা মাদ্দায্ য্বিল্লা, ওয়ালাও শা—আ লাজ্বা'আলাহূ সা-কিনান-,
পথভ্রষ্ট। (৪৫) আপনি কি দেখেন না যে, আপনার প্রতিপালক ছায়াকে কিভাবে বিস্তৃত করেন? যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, তবে সেটাকে স্থির রাখতে পারতেন; অতঃপর

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৮) ঃ اصحب الرس - (কূয়াবাসী) কে ছিল? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। রুহুলমা'নীতে এ ব্যাপারে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। মোট কথা তারা এমন সম্প্রদায় ছিল যে, যারা তাদের পয়গম্বরদের অস্বীকার করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। হযরত শাহ ছাহেব (রহ) বলেন, তারা এক রাসূলের উম্মত যারা তাদের রাসূলকে কূয়ায় বন্ধ করে রেখেছিল। অতঃপর তাদের উপর যখন শাস্তি আসল, তখন সে রাসূল তা থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। (তাঃ ওসমানী) কূপের নিকট বাস করত বলে তাদেরকে আসহাবে রাসস, নামকরণ করা হয়েছে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ ولقد اتوا على القرية - জনপদ দ্বারা লূতের (আ) সম্প্রদায়কে বুঝান হয়েছে এবং অমংগলের বৃষ্টি দ্বারা পাথরের বৃষ্টি বুঝান হয়েছে। এ জনপদকে ওলট-পালট করে তার উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল। এ জনপদটি শ্যাম ও ফিলিস্তিনে যাতায়াতের পথে পড়ে, সেস্থান হয়ে মক্কাবাসী যাতায়াত করে থাকে। (কুঃ কারীম)

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٦﴾ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي

ছুম্মা জ্বা'আলনাশ্ শামসা 'আলাইহি দালীলা-।৪৬। ছুম্মা ক্বাবাদ্বনা-হু ইলাইনা- ক্বাব্দ্বাঁই ইয়াসীরা-।৪৭। ওয়া হুওয়াল্লাযী

আমি সূর্যকে তার প্রমাণ হিসেবে নির্ধারণ করেছি। (৪৬) অতঃপর আমি একেজ্ঞআস্তে আস্তে নিজের দিকে টেনে আনি। (৪৭) আর তিনি (আল্লাহ) যিনি

جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٨﴾ وَهُوَ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ

জ্বা'আলা লাকুমুল্ লাইলা লিবা-সাওঁ ওয়ান্ নাওমা সুবা-তাওঁ ওয়া জ্বা'আলান্ নাহা-রা নুশূরা-।৪৮। ওয়া হুওয়াললাযী~আরসালার্

রাতকে তোমার জন্য বানিয়েছেন আবরণস্বরূপ এবং নিদ্রাকে বানিয়েছেন আরামদায়ক এবং দিনকে করেছেন (নিদ্রা থেকে) ওঠার সময়। (৪৮) এবং তিনি (আল্লাহ)

الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٩﴾ لِّنُحْيِيَ بِهٖ

রিইয়া-হা বুশরাম্ বাইনা ইয়াদাই রাহ্মাতিহ্, ওয়া আন্যাল্না- মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ত্বাহূরা-।৪৯। লিনুহ্ইইয়া বিহী

তাঁর রহমত (বৃষ্টি) বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদ প্রদানকারী হিসেবে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি, যাতে এর দ্বারা (৪৯) আমি মৃত জনপদকে

بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَامًا وَّأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ

বাল্দাতাম্ মাইতাওঁ ওয়া নুসক্বিয়াহূ মিম্মা- খালাক্বনা~আন্'আ-মাওঁ ওয়া আনা-সিইয়্যা কাছীরা-।৫০। ওয়া লাক্বাদ্ স্বার্‌রাফ্না-হু বাইনাহুম

সতেজ করি এবং আমি আমার সৃষ্টির মধ্য হতে বহু চতুষ্পদ জন্তু এবং মানুষদেরকে তা (পানি) পান করাই। (৫০) এবং আমি তা (বৃষ্টি) তাদের মধ্যে পরিমাণ মত বর্ষণ

لِيَذَّكَّرُوا ۖ فَأَبٰىٓ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥١﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ

লিইয়ায্‌যাক্কারূ, ফাআবা~আক্‌ছারুন্না-সি ইল্লা- কুফূরা-।৫১। ওয়ালাও শি'না- লাবা'আছ্না-ফী কুল্লি ক্বার্‌ইয়াতিন্

করি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের অধিকাংশেই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (৫১) যদি আমি ইচ্ছা করতাম, অবশ্যই প্রতিটি জনপদে একজন ভীতি প্রদর্শনকারী

نَّذِيرًا ﴿٥٢﴾ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِينَ وَجٰهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ

নাযীরা-।৫২। ফালা- তুত্বি'ইল কা-ফিরীনা ওয়া জ্বা-হিদ্‌হুম্ বিহী জ্বিহা-দান্ কাবীরা-।৫৩। ওয়া হুওয়াললাযী মারাজ্বাল

পাঠাতাম। (৫২) সুতরাং আপনি কাফিরদের অনুসরণ করবেন না এবং কুরআন দ্বারা তাদের মোকাবেলা করুন। (৫৩) আর তিনি (আল্লাহ), এমন যিনি দুটি সমুদ্রকে

الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا

বাহ্‌রাইনি হা-যা- 'আয্‌বুন ফুরা-তুওঁ ওয়া হা-যা- মিল্‌হুন উজ্বা-জু, ওয়া জ্বা'আলা বাইনাহুমা- বার্‌যাখাওঁ ওয়া হ্বিজ্‌রাম্

পরস্পরে মিলিয়ে রেখেছেন, একটি তো সুমিষ্ট সুস্বাদু এবং অন্যটি লবণাক্ত, তিক্ত পানি; এবং এ উভয়ের মাঝে একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতা এবং (পার্থক্যকারী) পর্দা সৃষ্টি

مَّحْجُورًا ﴿٥٤﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ

মাহ্‌জূরা-।৫৪। ওয়া হুওয়াল্লাযী খালাক্বা মিনাল্ মা—ই বাশারান্ ফাজ্বা'আলাহূ নাসাবাওঁ ওয়া স্বিহ্‌রা-, ওয়া কা-না রাব্বুকা

করেছেন। (৫৪) আর তিনি (আল্লাহ) এমন যিনি পানি হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনি তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বংশগত এবং বৈবাহিক সম্পর্ক। আপনার রব

○ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ যেহেতু সূর্যের ছায়া ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে পরিশেষে একেবারে বিলীন হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতাধীন। আর বাহ্যিকরূপে অদৃশ্য হয়ে গেলেও আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান হতে অদৃশ্য হতে পারে না। তাই "নিজের দিকে সংকুচিত করি" বলেছেন। (বঃ কোঃ)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৫০) ঃ ولقد صرفنه - বৃষ্টি ঘুরায়ে ঘুরায়ে বর্ষণ করি। অর্থাৎ কখনো এক এলাকায় কখনো অন্য এলাকায়, যার ফলে কখনো এক শহরে বৃষ্টি হয় অন্য শহরে হয় না, আবার কখনো অন্য শহরে বৃষ্টি হয়, কিন্তু পূর্বের জায়গায় বৃষ্টি হয় না। এটা আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ৫৪) ঃ অর্থ এই শুক্রের কারণেই বিবাহ সম্পর্ক ও বংশের সৃষ্টি হয়েছে। জন্মগ্রহণ করা মাত্রই পিতা-পিতামহের সাথে বংশগত এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে বিবাহগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (বঃ কোঃ)

قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ

ক্বাদীরা-। ৫৫। ওয়া ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লা- ইয়ান্‌ফা'উহুম ওয়ালা- ইয়াদ্বুররুহুম ; ওয়া কা-নাল কা-ফিরু

বড়ই ক্ষমতাবান। (৫৫) তারা আল্লাহকে ছেড়ে ঐ পদার্থের ইবাদাত করে, যে না তাদের কোন উপকার করতে পারে এবং না তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে। কাফিররাতো নিজ

عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

'আলা- রাব্বিহী জাহীরা-। ৫৬। ওয়া মা~আর্‌সাল্‌না-কা ইল্লা- মুবাশ্‌শিরাওঁ ওয়া নাযীরা-। ৫৭। কুল্ মা~আস্‌আলুকুম 'আলাইহি

প্রতিপালকের বিপক্ষে (শয়তানের) সাহায্যকারী। (৫৬) আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী করে প্রেরণ করেছি। (৫৭) বলুন, আমি আল্লাহর নির্দেশ

مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي

মিন্ আজ্‌রিন ইল্লা- মান্ শা—আ আঁই ইয়াত্তাখিযা ইলা- রাব্বিহী সাবীলা-। ৫৮। ওয়া তাওয়াক্কাল 'আলাল্ হাইয়িল্লাযী

পৌছানোর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। কিন্তু কেবল এই চাই যে, যে চায়, সে তার রবের পথ গ্রহণ করুক। (৫৮) আপনি চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা

لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ

লা- ইয়ামূতু ওয়া সাব্বিহ্ বিহাম্‌দিহ্ ; ওয়া কাফা- বিহী বিযুনূবি 'ইবা-দিহী খাবীরা- ৫৯। নিল্লাযী খালাক্বাস্

করুন, যাঁর কোন মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করুন। তিনি (আল্লাহ) তাঁর বান্দাদের গুনাহ সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। (৫৯) তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ওয়া মা- বাইনাহুমা- ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্‌তাওয়া- 'আলাল্ 'আরশ, আর্ রাহ্‌মা-নু

আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে এবং তিনি আরশে সমাসীন হলেন, তিনি রহমান, সুতরাং কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যাপারে তার কাছেই

فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ

ফাস্‌আল বিহী খাবীরা-। ৬০। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুমুস্ জুদূ লির্‌রাহ্‌মা-নি ক্বা-লূ ওয়া মার্‌রাহ্‌মা-ন,

জিজ্ঞেস করুন। (৬০) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, রহমানকে সিজদা কর, তখন তারা বলে, রহমান (আবার) কে? আমরাকি তাকেই সিজদা করব, যাকে

সিজদাহ

أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

আনাস্‌জুদু লিমা- তা'মুরুনা-ওয়া যা-দাহুম নুফূরা-। ৬১। তাবা-রাকাল্ লাযী জ্বা'আলা ফিস্ সামা—ই বুরুজাওঁ

সিজদা করার জন্য তুমি আমাদেরকে বলবে? এতে তাদের (দ্বীনের প্রতি) অবজ্ঞা (আরও) বেড়ে যায়। (৬১) মহিমান্বিত তিনি (আল্লাহ), যিনি আকাশে বুরুজ

وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ

ওয়া জ্বা'আলা ফীহা- সিরা-জ্বাওঁ ওয়া ক্বামারাম্ মুনীরা-। ৬২। ওয়া হুওয়াল্লাযী জ্বা'আলাল্ লাইলা ওয়ান্ নাহা-রা খিল্‌ফাতাল্ লিমান্

সৃষ্টি করেছেন এবং যার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন সূর্য এবং চন্দ্র, যা আলোকময়। (৬২) এবং তিনি (আল্লাহ) এমন সত্তা যিনি রাত এবং দিনকে একে অন্যের পশ্চাদগামী বানিয়েছেন

○ টীকা (আঃ ৬০) ঃ কেননা, 'রহ্‌মান' শব্দটির প্রচলন তাদের মধ্যে কম ছিল। বস্তুতঃ ইসলামী শিক্ষার প্রতি তাদের এত ঘৃণা ছিল যে, ইসলামী শব্দগুলোর প্রতিও বিরোধিতা পোষণ করত। কোরআন শরীফের মধ্যে এই শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়েছে বলেই তারা শব্দটির বিরোধী হয়েছে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬১) ঃ بروجا - বুরুজ অর্থ বড় বড় তারকা। অথবা আকাশের দুর্গ যেখানে ফিরিশতা পাহারা দেন। অথবা সম্ভবত, সূর্যের বারটি মঞ্জিলকে বুঝান হয়েছে। যা জ্যোতি বিজ্ঞানীগণ বর্ণনা করেছেন। হযরত শাহ ছাহেব (রহ) বলেন, আকাশের বারটি অংশের নাম برج (বুরুজ) (তাঃ ওসমানী)

أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٣﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ

আরা-দা আইঁ ইয়াযযাক্কারা আও আরা-দা শুকূরা- । ৬৩ । ওয়া 'ইবা-দুর্ রাহ্মা-নিল্ লাযীনা ইয়ামশূনা 'আলাল্ আর্দ্বি

সে ব্যক্তির জন্য, যে উপদেশ গ্রহণ এবং কৃতজ্ঞা স্বীকার করার ইচ্ছা রাখে। (৬৩) রহমানের (সত্যিকার) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলে

هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا

হাওনাওঁ ওয়া ইযা- খা-ত্বাবাহুমুল্ জ্বা-হিলূনা ক্বা-লূ সালা-মা- । ৬৪ । ওয়াল্লাযীনা ইয়াবীতূনা লিরাব্বিহিম সুজ্জ্বাদাওঁ

এবং যখন মূর্খ লোকেরা তাদের সাথে কথাবার্তা বলে, তখন তারা বলে যে, সালাম! (৬৪) তারা তাদের প্রতিপালকের সামনে সিজদাবনত এবং কিয়াম (দণ্ডায়মান)

وَقِيَامًا ﴿٦٥﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ

ওয়া ক্বিইয়া-মা- । ৬৫ । ওয়াল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা রাব্বানাস্বরিফ 'আন্না-'আযা-বা জ্বাহান্নাম; ইন্না 'আযা-বাহা- কা-না

অবস্থায় রাত কাটিয়ে দেয় (৬৫) এবং তারা বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে সরিয়ে দিন জাহান্নামের শাস্তি, কেননা, তার শাস্তি একেবারে

غَرَامًا ﴿٦٦﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ

গারা-মা- । ৬৬ । ইন্নাহা- সা—আত্ মুস্তাক্বাররাওঁ ওয়া মুক্বা-মা- । ৬৭ । ওয়াল্লাযীনা ইযা~আন্ফাক্বূ লাম্ ইউস্রিফূ ওয়া লাম্

সর্বনাশকারী। (৬৬) নিশ্চয় সেটা (জাহান্নাম) বাসস্থান এবং অবস্থানস্থল হিসেবে খুবই নিকৃষ্ট। (৬৭) এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও

يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا

ইয়াক্বতুরূ ওয়া কা-না বাইনা যা-লিকা ক্বাওয়া-মা- । ৬৮ । ওয়াল্লাযীনা লা-ইয়াদ্'উনা মা'আল্লা-হি ইলা-হান আ-খারা ওয়ালা-

করে না বরং তারা এ উভয়ের মাঝে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। (৬৮) এবং তারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদকে ডাকেনা এবং যাকে

يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ

ইয়াক্বতুলূনান্ নাফ্সাল্লাতী হার্রামাল্লা-হু ইল্লা- বিল্হাক্বক্বি ওয়ালা- ইয়াযনূন, ওয়া মাইঁ ইয়াফ'আল্ যা-লিকা ইয়াল্ক্বা

আল্লাহ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, ন্যায় সংগত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না। তারা ব্যভিচার করে না। যে এ কাজগুলো করে সে শাস্তির

أَثَامًا ﴿٦٩﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٧٠﴾ إِلَّا مَن تَابَ

আছা-মা- । ৬৯ । ইউদ্বা-'আফ্ লাহুল্ 'আযা-বু ইয়াওমাল্ ক্বিইয়া-মাতি ওয়া ইয়াখ্লুদ ফীহী মুহা-না- । ৭০ । ইল্লা- মান্ তা-বা

সন্মুখিন হবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সে লাঞ্ছনা অবমাননার সাথে সেখানে সর্বদা থাকবে। (৭০) কিন্তু তাদের ব্যতীত,

وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

ওয়া আ-মানা ওয়া 'আমিলা 'আমালান্ স্বা-লিহ্বান্ ফাউলা—ইকা ইউবাদ্দিলুল্লা-হু সাইয়্যিআ-তিহিম হাসানা-ত ; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্

যারা তওবা করে এবং ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে; এসব ব্যক্তিদের গুনাহসমূহ আল্লাহ নেক দ্বারা বদলিয়ে দিবেন। আল্লাহ পাপ মার্জনাকারী এবং

○ **টীকা** (আঃ ৬৭) ঃ কোন মোবাহ্ কাজে অনাবশ্যক সামর্থ্যের বাইরে ব্যয় করা কিংবা এবাদতে অনাবশ্যক ব্যয় করা যার পরিণামে অধৈর্য, লোভ এবং অসদুদ্দেশ্য এসে পড়ে তা অপব্যয় বলে গণ্য। কেননা, পাপের সহায়কও পাপ বলেই গণ্য হয়। অনুরূপভাবে এবাদতে আবশ্যকীয় ব্যয় না করা কার্পণ্যের মধ্যে গণ্য। কেননা, এস্থলে ব্যয় সংকোচ জায়েয নয়। (বঃ কোঃ)

○ **বিশ্লেষণ** (আঃ ৬৮) ঃ بالحق ৷৷ – (কিন্তু ন্যায়ভাবে) ন্যায়ভাবে হত্যার তিনটি পদ্ধতি ঃ ১. ইচ্ছাপূর্বক হত্যার বিনিময় হত্যা করা, ২. বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা, ৩. যে ব্যক্তি দ্বীন ত্যাগ করে দল থেকে আলাদা হয়ে যায় তাকে হত্যা করা। (তাঃ ওসমানী)

رَحِيمًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ لَا

রাহীমা-। ৭১। ওয়া মান্ তা-বা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহান্ ফাইন্নাহূ ইয়াতূবু ইলাল্লা-হি মাতা-বা-। ৭২। ওয়াল্লাযীনা লা-

পরম দয়ালু। (৭১) যে ব্যক্তি তওবা করে এবং নেক কাজ করে, সে তো আল্লাহর দিকেই সত্যিকারভাবে প্রত্যাবর্তন করে। (৭২) এবং যারা মিথ্যা কথায়

يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ

ইয়াশ্হাদূনায্ যূরা, ওয়া ইযা- মার্রূ বিল্ লাগ্ওয়ি মার্রূ কিরা-মা-। ৭৩। ওয়াল্লাযীনা- ইযা- যুক্কিরূ বিআ-ইয়া-তি

সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অনর্থক কার্যকলাপের সম্মুখিন হয় তখন মর্যাদা রক্ষার্থে (তা এড়িয়ে) চলে। (৭৩) এবং যখন তাদেরকে প্রতিপালকের আয়াতসমূহ

رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

রাব্বিহিম লাম্ ইয়াখির্রূ 'আলাইহা- ছুম্মাওঁ ওয়া 'উম্ইয়া-না-। ৭৪। ওয়াল্লাযীনা ইয়াকূলূনা রাব্বানা- হাব্ লানা- মিন্ আয্ওয়া-জিনা-

দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা তার উপর অন্ধ ও বধিরের মত হয় না। (৭৪) এবং তারা এ বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে

وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٥﴾ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا

ওয়া যুর্রিইয়্যা-তিনা- কুর্রাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ্'আল্না- লিল্মুত্তাক্বীনা ইমা-মা-। ৭৫। উলা—ইকা ইউজ্যাওনাল্ গুর্ফাতা বিমা-

আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের থেকে চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে পরহেজগারদের পথ প্রদর্শক বানিয়ে দিন। (৭৫) তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে

صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

স্বাবারূ ওয়া ইউলাক্কাওনা ফীহা- তাহিইয়্যাতাওঁ ওয়া সালা-মা-।৭৬। খা-লিদীনা ফীহা-; হাসুনাত্ মুস্তাক্বার্‌রাওঁ ওয়া মুক্বা-মা-।

জান্নাতের কক্ষ, এজন্য যে, তারা ধৈর্য ধারণ করেছে, সেখানে তারা অভিবাদন ও সালাম পাবে। ৭৬। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, সেটা খুবই উৎকৃষ্ট স্থান।

﴿٧٧﴾ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

৭৭। কুল মা- ইয়া'বাউ বিকুম রাব্বী লাওলা- দু'আ—উকুম, ফাক্বাদ্ কায্যাবতুম ফাসাওফা ইয়াকূনু লিযা-মা-।

(৭৭) বলুন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাক, তবে আমার প্রতিপালক মোটেও এর পরোয়া করেন না। তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, অচিরেই তার প্রতিফল অবশ্যম্ভাবী।

রুকু ৪

طٰسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا

১। ত্বা-সী—ন মী—ম। ২। তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল মুবীন। ৩। লা'আল্লাকা বা-খি'উন্ নাফ্‌সাকা আল্লা- ইয়াকূনূ

(১) ত্বা-সী-ন মী-ম (২) এ আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের। (৩) তাদের ঈমান না আনার কারণে হয়তো আপনি দুঃখে আত্মহননকারী

مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ﴿٤﴾

মু'মিনীন। ৪। ইন্ নাশা' নুনায্‌যিল্ 'আলাইহিম্ মিনাস্ সামা—ই আ-ইয়াতান্ ফাযাল্লাত আ'না-কুহুম্ লাহা- খা-দ্বি'ঈন।

হয়ে পড়বেন। (৪) যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে আকাশ হতে এমন কোন নিদর্শন প্রেরণ করতাম, যার প্রতি তাদের গর্দান অবনত হয়ে পড়ত।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ﴿٥﴾ فَقَدْ

৫। ওয়া মা- ইয়া'তীহিম মিন যিক্‌রিম্ মিনার্ রাহ্‌মা-নি মুহ্‌দাছিন ইল্লা- কা-নূ 'আন্‌হু মু'রিদ্বীন। ৬। ফাক্বাদ্

(৫) এবং যখনই তাদের কাছে রহমানের পক্ষ থেকে, কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) তারাতো অবিশ্বাস করেছে।

كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ

কায্‌যাবূ ফাসাইয়া'তীহিম আম্‌বা—উ মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্‌যিউন। ৭। আওয়ালাম ইয়ারাও ইলাল্ আরদ্বি

সুতরাং অতিশীঘ্রই তাদের কাছে আসবে সে বিষয়ের প্রকৃত তথ্য, যে বিষয় তারা ঠাট্টা করছিল। (৭) তারা কি পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করে না?

كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿٧﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

কাম্ আম্‌বাত্‌না- ফীহা-মিন্ কুল্লি যাওজ্বিন্ কারীম। ৮। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা- কা-না আক্‌ছারুহুম্

আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (৮) নিশ্চয়ই তার মধ্যে রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٩﴾ وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ

মু'মিনীন। ৯। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রাহীম। ১০। ওয়া ইয্ না-দা- রাব্বুকা মূসা~আনি'তিল

মুমিন নয়। (৯) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক মহা প্রভাবশালী পরম দয়ালু। (১০) যখন আপনার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, আপনি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের

الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ

ক্বাওমায্ যা-লিমীন। ১১। ক্বাওমা ফির'আওন ; আলা- ইয়াত্তাকূন। ১২। কা-লা রাব্বি ইন্নী~আখা-ফু আই

নিকট যান, (১১) ফিরআউন সম্প্রদায়ের কাছে, তারা কি ভয় করে না? (১২) তিনি (মূসা) বললেন, হে আমার রব! আমার তো এ ভয় হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন

يُّكَذِّبُوْنِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ

ইউকাযযিবূন। ১৩। ওয়া ইয়াদ্বীক্বু স্বাদ্‌রী ওয়ালা- ইয়ানত্বালিক্বু লিসা-নী ফাআর্‌সিল ইলা- হা-রূন। ১৪। ওয়া লাহুম 'আলাইয়্যা

করবে (১৩) এবং আমার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং আমার জিহ্বা তো স্পষ্ট নয়। অতএব আপনি হারুনের প্রতি (ওহী) প্রেরণ করুন। (১৪) আমার প্রতি তাদের

ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿١٥﴾

জাম্‌বুন্ ফাআখা-ফু আই ইয়াক্বতুলূন। ১৫। ক্বা-লা কাল্লা-, ফায্‌হাবা- বিআ-ইয়া-তিনা~ইন্না- মা'আকুম্ মুস্তামি'উন।

অভিযোগও রয়েছে, আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ বললেন, কখনও এটা হবে না। আপনারা দু'জনই আমার নিদর্শনসহ যান, নিশ্চয়ই আমি আপনাদের সাথে আছি, (আপনাদের কথা) শ্রবণকারী।

○ টীকা (আঃ ৪) ঃ এবং তারা ঈমান আনতে বাধ্য হয়। কিন্তু এরূপ করলে পরীক্ষার সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না, কাজেই সেরূপ করা হয় না। আর তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়ার কারণে বিষয়টি 'জাবরিয়া' এবং 'ক্বাদরিয়া' নামক দু' বাতেল মতবাদের মাঝামাঝি হয়। মোটকথা, ইচ্ছাশক্তি বান্দার হাতে, কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা আল্লাহ্ নিজের হাতে রেখেছেন।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ ولهم على ذنب - এ গুনাহের দ্বারা কিবতী হত্যাকে বুঝান হয়েছে। যা হযরত মূসা (আ) কর্তৃক সংঘটিত হয়েছিল। কিবতী যেহেতু ফেরআউনের সম্প্রদায়ের ছিল এজন্য সে তার পরিবর্তে হযরত মূসাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

١٦ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٧ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

১৬। ফা'তিইয়া- ফির'আওনা ফাক্বূলা~ইন্না- রাসূলু রাব্বিল 'আ-লামীন। ১৭। আন্ আর্সিল্ মা'আনা- বানী~ইস্রা—ঈল।
(১৬) আপনারা দু'জন ফিরআউনের কাছে যান এবং বলেন, আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রেরিত (রাসূল)। (১৭) যেন তুমি আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে প্রেরণ কর।

١٨ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١٩ وَفَعَلْتَ

১৮। ক্বা-লা আলাম্ নুরাব্বিকা ফীনা- ওয়ালীদাওঁ ওয়ালাবিছ্তা ফীনা- মিন্ 'উমুরিকা সিনীন। ১৯। ওয়া ফা'আল্তা
(১৮) সে বলল, আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে আমাদের মাঝে প্রতিপালন করিনি? এবং তুমি জীবনের অনেক সময় আমাদের মধ্যেই অতিবাহিত করেছ। (১৯) তুমি তো

فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٢٠ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ

ফা'লাতাকাল্ লাতী ফা'আল্তা ওয়া আন্তা মিনাল কা-ফিরীন। ২০। ক্বা-লা ফা'আল্তুহা~ইযাওঁ ওয়া আনা মিনায্ যা—ল্লীন।
সে কাণ্ড করে গেছ, যা তুমি করেছিলে এবং তুমি অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত। (২০) মূসা বললেন, আমিতো সে কাজ সে সময় করেছিলাম, যখন আমি এ ব্যাপারে অসতর্ক ছিলাম।

٢١ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

২১। ফাফারার্তু মিন্কুম লাম্মা- খিফ্তুকুম ফাওয়াহাবা লী রাব্বী হুক্মাওঁ ওয়া জ্বা'আলানী মিনাল মুরসালীন।
(২১) অতঃপর যখন তোমাদের ভয় হল আমি তোমাদের থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম, তখন আমাকে আমার রবের জ্ঞান দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

٢٢ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٢٣ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ

২২। ওয়া তিল্কা নি'মাতুন্ তামুন্নুহা- 'আলাইয়্যা আন্ 'আব্বাত্তা বানী~ইস্রা—ঈল। ২৩। ক্বা-লা ফির'আওনু ওয়ামা- রাব্বুল
(২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা হল তুমি বনী ঈসরাঈলদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। (২৩) ফিরআউন বলল, বিশ্বজগতের

الْعَالَمِينَ ٢٤ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

'আ-লামীন। ২৪। ক্বা-লা রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমা-; ইন্ কুন্তুম্ মূক্বিনীন।
প্রতিপালক আবার কে? (২৪) মূসা বললেন, তিনি আকাশ, ও যমীনে এবং তার মধ্যস্থ সব কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

٢٥ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ٢٦ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ٢٧ قَالَ

২৫। ক্বা-লা লিমান্ হ্বাওলাহূ~আলা- তাস্তামি'উন। ২৬। ক্বা-লা রাব্বুকুম ওয়া রাব্বু আ-বা—ইকুমুল আওওয়ালীন। ২৭। ক্বা-লা
(২৫) সে তার চারপাশের লোকদেরকে বলল, তোমরা কি শোনছ না? (২৬) মূসা বললেন, তিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বের পিতৃপুরুষদের প্রতিপালক। (২৭) ফিরআউন

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ٢٨ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

ইন্না রাসূলাকুমুল্ লাযী~উর্সিলা ইলাইকুম লামাজ্নূন। ২৮। ক্বা-লা রাব্বুল্ মাশ্রিক্বি ওয়াল্ মাগ্রিবি
বলল, তোমাদের এ রাসূল, যাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, সে তো অবশ্যই পাগল। (২৮) মূসা বললেন, তিনি (আল্লাহ), পূর্ব, পশ্চিম এবং তাদের মধ্যস্থ

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ فينا من عمرك - কেউ বলেন, ১৮ বছর মূসা (আ) ফিরআউনের ঘরে কাটিয়েছেন। কারো মতে, ১৩০ এবং কারো মতে ৪০ বছর। অর্থাৎ এত বছর আমাদের মাঝে থেকে মাত্র কিছুদিন এদিক ওদিক থেকেই নবুওয়াতের দাবী করেছে। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ২৫) ঃ ফেরাউন খোদা হওয়ার দলীল তলব করতেন– সাক্ষ্য দ্বারা হযরত মূসা ফেরাউন এবং তার দলবলকে জ্ঞানের সাক্ষ্য দ্বারা গায়েল করতেন, অর্থাৎ সৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টিকর্তা হওয়ার প্রতি 'এসতেদলাল' করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতেন যে, "অর্থাৎ যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে এবং জ্ঞানের সাক্ষ্য যদি তোমাদের বিশ্বাস দেয়াতে পারে, তবে এইটাই আল্লাহ হওয়ার দলীল। আর যদি আদৌ তোমাদের জ্ঞানই না থাকে, কিম্বা জ্ঞানের সাক্ষ্যদানের বিশ্বাসই না থাকে, তবে ইহা তর্ক মাত্র।

وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ

ওয়ামা- বাইনাহুমা- ; ইন্ কুন্তুম তা'ক্বিলূন। ২৯। ক্বা-লা লাইনিত্ তাখাযতা ইলা-হান্ গাইরী লাআজ্'আলান্নাকা

সব কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা বোঝ। (২৯) ফিরআউন বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে

مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ

মিনাল্ মাস্জূনীন। ৩০। ক্বা-লা আওয়ালাও জ্বি'তুকা বিশাইইম্ মুবীন। ৩১। ক্বা-লা ফা'তি বিহী~ইন্ কুন্তা

কারাবন্দী করব। (৩০) মূসা বললেন, আমি যদি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট মু'জেযা উপস্থিত করি?(৩১) ফিরআউন বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে তা (মু'জেযা)

مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ

মিনাছ্ ছা-দিক্বীন। ৩২। ফাআলক্বা- 'আস্বা-হু ফাইযা- হিইয়া ছু'বা-নুম মুবীন। ৩৩। ওয়া নাযা'আ ইয়াদাহূ ফাইযা- হিইয়া

উপস্থিত কর। (৩২) মূসা (তখন) তার লাঠি (যমীনে) ফেলে দিলেন, যেটি (হঠাৎ) সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। (৩৩) এবং মূসা নিজের হাত বের করলেন, সেটাও

২ ع ৬ রুকূ

بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم

বাইদ্বা—উ লিন্না-জিরীন। ৩৪। ক্বা-লা লিল্মালাই হাওলাহূ~ইন্না হা-যা- লাসা-হিরুন 'আলীম। ৩৫। ইউরীদু আই ইউখ্রিজাকুম্

সে মুহূর্তে দর্শকদের কাছে সাদা চকচকে দেখা গেল। (৩৪) ফেরআউন তার চার পাশে অবস্থান রত সভাসদ্ দেরকে বলল, এতো এক অভিজ্ঞ যাদুকর। (৩৫) এতো চায় যে,

مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي

মিন্ আর্দ্বিকুম্ বিসিহ্রিহি ; ফামা-যা- তা'মুরূন। ৩৬। ক্বা-লূ~আর্জ্বিহ্ ওয়া আখা-হু ওয়াব্'আছ্ ফিল

তার যাদুর প্রভাবে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিবে, বল, তোমরা (এ ব্যাপারে) কি ফয়সালা দিবে? (৩৬) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন,

الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ

মাদা—ইনি হ্বা-শিরীন। ৩৭। ইয়া'তূকা বিকুল্লি সাহ্হা-রিন 'আলীম। ৩৮। ফাজুমি'আস্ সাহারাতু লিমীক্বা-তি

আর শহরগুলোতে আহ্বানকারীদের পাঠান। (৩৭) যাতে তারা আপনার কাছে অভিজ্ঞ যাদুকরদেরকে নিয়ে আসে। (৩৮) অতঃপর যাদুকরদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ

ইয়াওমিম্ মা'লূম। ৩৯। ওয়া ক্বীলা লিন্না-সি হাল্ আনতুম্ মুজ্তামি'উন। ৪০। লা'আল্লানা- নাত্তাবি'উস্ সাহারাতা

নির্ধারিত দিনে একত্রিত করা হল (৩৯) এবং মানুষদেরকে বলা হল, তোমরাও (সমবেত স্থলে) একত্র হচ্ছ কি? (৪০) যাতে আমরা যাদুকরের অনুসরণ করতে পারি

✪ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ "হাশেরীনা" শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- একত্রকারী। মর্ম হচ্ছে সে লোক- যারা শহরে শহরে গমন করে, এবং যাদুকরদেরকে একত্রিত করে নিয়ে এসেছে। আমি (অনুবাদক) আহ্বানকারী তরজমা গ্রহণ করেছি, কিন্তু এর সাথে "যাদুকরদিগের একত্র করা" আরো বাড়িয়ে দিয়েছি।

✪ টীকা (আঃ ৪০) ঃ ফেরাউনের হযরত মূসা সম্বন্ধে শুরু হতেই যাদুকর হওয়ার বিশ্বাস ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফেরাউনের এটাও বিশ্বাস ছিল যে, নিজের যাদুকর দ্বারা মূসাকে পরাজিত করবে। ফেরাউন রহস্যভাবে এ ঘোষণা করেছিল। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল- লোক জড় করা। অতএব এ অবস্থায় যাদুকর বলতে হযরত মূসা, হযরত হারুন এবং তাদের সঙ্গী বনী-ইসরাইল। কিম্বা যাদুকর বলতে সে যাদুকর- যাদেরকে ফেরাউন জড় করেছিল। অতএব ঘোষণাকারীর এই মর্ম দাঁড়াবে যে, যদি আমরা (যাদুকররা) বিজয়ী হই তবে আমরা তাদেরই ধর্ম গ্রহণ করব, কিন্তু ফেরাউনের এরূপ বলাও রহস্যভাবে ছিল। কারণ, তার যাদুকর পয়গাম্বরীর দাবীদার ছিল না, আর তারা তাদের দ্বীনের দাওয়াতও কাউকে করত না। বরং তাদেরকে ফেরাউনের প্রজার মধ্যে গণ্য করা হতো।

إِنْ كَانُوا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿৪১﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا

ইন্ কা-নূ হুমুল্ গা-লিবীন। ৪১। ফালাম্মা- জ্বা—আস্ সাহ্বারাতু ক্বা-লূ লিফির'আওনা আইন্না লানা- লাআজ্বরান ইন্ কুন্না-
যদি তারা বিজয়ী হয়। (৪১) যাদুকরেরা উপস্থিত হয়ে ফিরআউনকে বলল, আমাদেরকে কি পুরস্কার দেয়া হবে যদি আমরা

نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿৪২﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿৪৩﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى أَلْقُوْا مَا

নাহ্নুল গা-বিলীন। ৪২। ক্বা-লা না'আম ওয়া ইন্নাকুম ইযাল্ লামিনাল্ মুক্বাররাবীন, ৪৩। ক্বা-লা লাহুম্ মূসা~আল্ক্ব মা~
বিজয়ী হই? (৪২) ফিরআউন বলল, হ্যাঁ, এমন হলে তোমরা, আমার নিকটতম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (৪৩) মূসা যাদুকরদেরকে বললেন,

أَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿৪৪﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ

আন্তুম্ মুল্কূন। ৪৪। ফাআল্ক্বাও হ্বিবা-লাহুম ওয়া 'ইস্বিয়্যাহুম ওয়া ক্বা-লূ বি'ইয্যাতি ফির'আওনা ইন্না- লানাহ্নুল
তোমাদের যা ফেলার তোমরা ফেল। (৪৪) তারা তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো (মাটিতে) ফেলেদিল এবং বলতে লাগল, ফিরআউনের সম্মানের শপথ, আমরা

الْغٰلِبُوْنَ ﴿৪৫﴾ فَأَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ﴿৪৬﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ

গা-লিবূন। ৪৫। ফাআল্ক্বা- মূসা- 'আস্বা-হু ফাইযা- হিইয়া তাল্ক্বাফু মা- ইয়া'ফিকূন। ৪৬। ফাউল্ক্বিয়াস্ সাহ্বারাতু
জয়ী হবই। (৪৫) এরপরে মূসা স্বীয় লাঠি ফেললেন, সাথে সাথে সেটি (সাপ হয়ে) তাদের অলীক জিনিসগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল। (৪৬) এটা দেখে যাদুকরেরা

سٰجِدِيْنَ ﴿৪৭﴾ قَالُوْا آمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿৪৮﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿৪৯﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ

সা-জ্বিদীন। ৪৭। ক্বা-লূ~আ-মান্না- বিরাব্বিল 'আ-লামীন। ৪৮। রাব্বি মূসা- ওয়া- হা-রূন। ৪৯। ক্বা-লা আ-মানতুম লাহূ
সিজদায় পড়ল। (৪৭) তারা বলল, আমরা জাহানের রবের প্রতি ঈমান আনলাম। (৪৮) যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক। (৪৯) ফিরআউন বলল, আমার অনুমতির

قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ

ক্বাব্লা আন আ-যানা লাকুম, ইন্নাহূ লাকাবীরু কুমুল্লাযী 'আল্লামাকুমুস্ সিহ্র, ফালাছাওফা তা'লামূন ;
পূর্বেই তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই সে (মূসা) তোমাদের বড় নেতা, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং অতিশীঘ্রই তোমরা জেনে নিবে (আমার শাস্তিসমূহ)।

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿৫০﴾ قَالُوْا لَا ضَيْرَ ز

লাউক্বাত্তি'আন্না আইদিইয়াকুম ওয়া আরজুলাকুম্ মিন্ খিলা-ফিওঁ ওয়ালা উস্বাল্লিবান্নাকুম আজ্মা'ঈন। ৫০। ক্বা-লূ লা-দ্বাইরা
আমি অবশ্যই তোমাদের এ পার্শ্বের হাত এবং বিপরীত দিকের পা কর্তন করব এবং তোমাদেরকে শূলে চড়াব। (৫০) তারা (উত্তরে) বলল, কোন অসুবিধা নেই,

إِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿৫১﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ أَنْ كُنَّآ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ع ৩/১৪ ৭ রুকূ

ইন্না~ইলা- রাব্বিনা মুন্ক্বালিবূন। ৫১। ইন্না- নাত্বমা'উ আইঁ ইয়াগফিরালানা- রাব্বুনা- খাত্বা-য়া-না~আন্ কুন্না~আওয়্যালাল মু'মিনীন।
নিশ্চয়ই আমরা রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (৫১) আমরা আশা করি, আমাদের রব আমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে নিবেন; যেহেতু আমরা সর্ব প্রথম ঈমান গ্রহণকারী।

✪ টীকা (আঃ ৪৯) ঃ অর্থাৎ, যাদুকরগণকে ঈমান আনয়ন করতে দেখে ফেরআউন অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল, ভাবল, পাছে সমস্ত প্রজাই মুসলমান হয়ে না পড়ে। তখন একটি বিষয় মনে মনে চিন্তা করে যাদুকরগণকে বলল ......। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৪৯) ঃ এবং তোমরা সকলে তার শিষ্য, কাজেই তোমরা পরস্পর গোপনে ষড়যন্ত্র করেছ যে, "তুমি এরূপ করবে, এবং এরূপে জয়-পরাজয়ের অভিনয় করবে। যার ফলে কিবতী সম্প্রদায় হতে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আনন্দিত মনে নেতৃত্ব করতে পারবে। (বঃ কোঃ)
✪ টীকা (আঃ ৫০) ঃ কেননা, তুমি হত্যা করলে আমরা আমাদের প্রভুর সমীপে গিয়ে পৌঁছব। সেখানে আমাদের জন্য সর্বপ্রকারের নিরাপত্তা রয়েছে এবং আমরা তথায় মহা শান্তিতে থাকতে পারব। সুতরাং এরূপ মৃত্যুতে কোনই ক্ষতি নেই। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫১) ঃ اول المؤمنين - সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এ কারণে বলা হয়েছে যে, ফিরআউনের সম্প্রদায় মুসলমান ছিল না। ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে তারাই সর্বাগ্রে ছিল। (কুঃ কারীম)

٥٢ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٣ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي

৫২। ওয়া আওহাইনা~ইলা- মূসা~আন্ আস্রি বি'ইবা-দী~ইন্নাকুম্ মুত্তাবা'উন। ৫৩। ফাআরসালা ফির্'আওনু ফিল্

(৫২) আমি মূসাকে হুকুম দিয়েছিলাম যে, রাতারাতি আমার বান্দা (বনী ঈসরাইল)দেরকে নিয়ে বেরিয়ে যান, আপনাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (৫৩) ফিরআউন শহরগুলোতে

الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ٥٤ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ٥٥ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ۝

মাদা—ইনি হা-শিরীন। ৫৪। ইন্না হা~উলা—ই লাশিরযিমাতুন্ ক্বালীলূন। ৫৫। ওয়া ইন্নাহুম লানা- লাগা—ইযূন

তার লোক সংগ্রহকদেরকে পাঠিয়ে দিল এবং বলে দিল, (৫৪) নিশ্চয়ই তারা (বনী ঈসরাইল) অল্প সংখ্যক একটি দল, (৫৫) তারা আমাদের (অন্তরে) ক্রোধ সৃষ্টি করেছে।

٥٦ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ٥٧ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٥٨ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝

৫৬। ওয়া ইন্না- লাজামী'উন হা-যিরূন। ৫৭। ফাআখরাজ্না-হুম মিন জান্না-তিওঁ ওয়া 'উয়ূন। ৫৮। ওয়া কুনূযিওঁ ওয়া মাক্বা-মিন কারীম।

(৫৬) আমরাতো (তাদের থেকে) সদা শঙ্কিত। (৫৭) অবশেষে আমি ফিরাউনের বাহিনীকে বের করে দিলাম বাগান ও ঝরণাসমূহ, (৫৮) এবং ধন-ভান্ডার ও উৎকৃষ্ট স্থানসমূহ হতে।

٥٩ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ٦٠ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ٦١ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ

৫৯। কাযা-লিকা ; ওয়া আওরাছ্না-হা-বানী~ইসরা—ঈল। ৬০। ফাআত্বা'উহুম মুশ্রিক্বীন। ৬১। ফালাম্মা- তারা—আল জাম্'আ-নি

(৫৯) এভাবেই হয়েছিল, এবং বনী ইসরাঈলদেরকে এসব কিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম। (৬০) তারা সূর্য উদয়ের সময় তাদের পেছনে এসে পৌছল। (৬১) অতঃপর যখন উভয় দল একে

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٦٢ قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

ক্বা-লা আস্বহা-বু মূসা~ইন্না-লামুদ্রাকূন। ৬২। ক্বা-লা কাল্লা-, ইন্না মা'ইয়া রাব্বী সাইয়াহ্দীন।

অপরকে দেখল, তখন মূসার সাথীরা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তো নাগাল প্রাপ্ত। (৬২) মূসা বললেন, কখনই নয়, আছেন আমার রব আমার সাথে যিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।

٦٣ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ

৬৩। ফাআওহাইনা~ইলা- মূসা~আনিদ্বরিব্ বি'আছা-কাল্ বাহ্র ; ফান্ফালাক্বা ফাকা-না কুল্লু ফিরক্বিন্

(৬৩) অতঃপর আমি মূসাকে হুকুম দিলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সমুদ্রের উপর আঘাত করুন; ফলে সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেকটি ভাগ বৃহৎ

كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ٦٤ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ٦٥ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ۝

কাত্বত্বাওদিল্ 'আজীম। ৬৪। ওয়া আয্লাফ্না- ছাম্মাল আ-খারীন। ৬৫। ওয়া আন্জ্বাইনা- মূসা- ওয়ামাম্ মা'আহূ~আজ্মা'ঈন।

পাহাড়ের মত হয়ে গেল। (৬৪) আর আমি সে স্থানে অন্য দলটিকেও অগ্রসর করালাম। (৬৫) এবং মূসা এবং আমি তার সব সাথীদেরকে রক্ষা করলাম।

٦٦ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ٦٧ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٦٨ وَإِنَّ

৬৬। ছুম্মা আগরাক্বনাল্ আ-খারীন। ৬৭। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা- কা-না আকছারুহুম্ মু'মিনীন। ৬৮। ওয়া ইন্না

(৬৬) অতঃপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম, (৬৭) নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মুমিন নয়। (৬৮) আপনার প্রতিপালক

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৪) ঃ قليلون - বনী ইসরাঈলের সংখ্যা ১২ লক্ষের চেয়েও কিছু বেশী ছিল। কিন্তু ফিরআউন তাদেরকে নিজেদের মোকাবেলায় অল্প সংখ্যক ধারণা করেছিল। (তাঃ কাদেরী) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৩) ঃ فانفلق فكان - অর্থাৎ পানির অংশ বড় পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল এবং পথ হয়ে গেল, মূসা (আ) ও তার সাথীরা রক্ষা পেল। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৪) ঃ وازلفنا - অর্থাৎ ফিরআউনের সৈন্য বাহিনীও (সমুদ্রের) নিকটে এসে পৌছল এবং সমুদ্রের মধ্যে রাস্তা দেখে বনী ইসরাঈলের পরে তারা সে পথে প্রবেশ করল। ফিরআউনের সব বাহিনী সমুদ্রের মধ্যস্থ পথে প্রবেশ করার সাথে সাথেই আল্লাহর নির্দেশে পানির পাহাড় পরস্পরে মিলে গেল। (তাঃ ওসমানী)

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٩﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا

৪ ع ৮ রুকূ

রাব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রাহীম। ৬৯। ওয়াত্‌লু 'আলাইহিম নাবাআ ইব্রা-হীম। ৭০। ইয্ ক্বা-লা লিআবীহি ওয়া ক্বাওমিহী মা-

পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু। (৬৯) আর আপনি তাদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা করুন। (৭০) যখন তিনি পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন যে, তোমরা কার

تَعْبُدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿٧٢﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ

তা'বুদূন। ৭১। ক্বা-লূ না'বুদু আস্বনা-মান্ ফানাযাল্লু লাহা- 'আ-কিফীন। ৭২। ক্বা-লা হাল্ ইয়াস্‌মা'ঊনাকুম ইয্

ইবাদত করছ? (৭১) তারা বলল, আমরা মূর্তিসমূহের ইবাদাত করছি এবং আমরা সর্বদা তাদের জন্যই নিবেদিত। (৭২) তিনি বললেন, যখন তোমরা তাকে ডাক, তোমাদের

تَدْعُونَ ﴿٧٣﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

তাদ্'ঊন। ৭৩। আও ইয়ান্‌ফা'ঊনাকুম আও ইয়াদুর্‌রূন। ৭৪। ক্বা-লূ বাল্ ওয়াজ্বাদ্‌না~আ-বা—আনা- কাযা-লিকা ইয়াফ্'আলূন।

সে ডাক কি তারা শোনে? (৭৩) বা তারা কি তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? (৭৪) তারা বলল, বরং আমরাতো আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এভাবে করতে পেয়েছি।

﴿٧٥﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٦﴾ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي

৭৫। ক্বা-লা আফারাআইতুম্ মা- কুন্‌তুম তা'বুদূন। ৭৬। আন্‌তুম ওয়া আ-বা—উকুমুল আক্বদামূন। ৭৭। ফাইন্নাহুম 'আদুওউল্লী~

(৭৫) তিনি বললেন, তাদের সম্পর্কে কি খবর রাখছ, যার উপাসনা করছ? (৭৬) তোমরা এবং তোমাদের আগের পিতৃ পুরুষরা? (৭৭) বস্তুতঃ তারা সব-ই আমার দুশমন,

إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٨﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٩﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ

ইল্লা- রাব্বাল 'আ-লামীন। ৭৮। আল্লাযী খালাক্বানী ফাহুওয়া ইয়াহ্‌দীন। ৭৯। ওয়াল্লাযী হুওয়া ইউত্ব্'ইমুনী ওয়া

সারা জাহানের রব ব্যতীত। (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তিনিই আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (৭৯) তিনিই (আল্লাহ), আমাকে আহার ও পানীয় প্রদান

يَسْقِينِ ﴿٨٠﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨٢﴾ وَالَّذِي

ইয়াস্‌ক্বীন। ৮০। ওয়া ইযা- মারিদ্বতু ফাহুওয়া ইয়াশ্‌ফীন। ৮১। ওয়াল্লাযী ইউমীতুনী ছুম্মা ইউহ্‌ঈন। ৮২। ওয়াল্লাযী~

করেন। (৮০) আর যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন। (৮১) তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে জীবিত করবেন। (৮২) তিনি

أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٣﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي

আত্বমা'উ আঁই ইয়াগ্‌ফিরালী খাত্বী—আতী ইয়াওমাদ্ দীন। ৮৩। রাব্বি হাব্‌লী হুকমাও ওয়া আল্‌হিক্বনী

এমন যাঁর কাছে আমি (এ) আশা করছি যে, তিনি বিচার দিবসের দিন আমার ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবেন। (৮৩) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হিক্মত দান করুন

بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ

বিস্বস্বা-লিহীন। ৮৪। ওয়াজ্‌'আল্লী লিসা-না স্বিদ্‌ক্বিন্ ফিল্ আ-খিরীন। ৮৫। ওয়াজ্‌'আল্‌নী মিঁও ওয়ারাছাতি জান্নাতিন্

এবং পুন্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (৮৪) (আমার) পরবর্তীদের মধ্যে আমার (সম্পর্কে) ভাল আলোচনা জারী রাখুন। (৮৫) আমাকে সুখময় জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৩) ঃ حكما - 'হিকমত' দ্বারা জ্ঞান, বুঝ, অথবা নবুওয়াত ও রেসালাত বুঝানো হয়েছে। ✪ টীকা (আঃ ৮৪) ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) সেই উচ্চস্তরের মর্যাদা এবং বিশেষ নৈকট্যই প্রার্থনা করেছিলেন, যা প্রথম শ্রেণীর পয়গাম্বরদের জন্য নির্দিষ্ট। কেননা, সাধারণ নেককার লোকদের তুলনায় তিনি অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৮৪) ঃ اجعل لى لسان - অর্থাৎ এমন নেক আমল করার তাওফীক দাও, পরবর্তী বংশধরেরা যেন সর্বদা আমার সম্পর্কে সুধারণা রাখে এবং আমার পথে চলার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, পরবর্তীকালে আমার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে যেন নবী ও উম্মত হন এবং তারা আমার দ্বীন জারী রাখে। (তাঃ ওসমানী)

النَّعِيمِ ﴿٨٦﴾ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝

না'ঈম। ৮৬। ওয়াগ্ফির্ লিআবী ~ইন্নাহূ কা-না মিনাদ্ব দ্বা—ল্লীন, ৮৭। ওয়ালা- তুখ্যিনী ইয়াওমা ইউব্'আছূন।
অন্তর্ভুক্ত করুন। (৮৬) এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৭) এবং পুনরুত্থান দিবসে আমাকে অপমানিত করবেন না।

﴿٨٨﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٩﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٩٠﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ

৮৮। ইয়াওমা লা- ইয়ানফা'উ মা-লুঁও ওয়ালা- বানূন। ৮৯। ইল্লা- মান্ আতাল্লা-হা বিক্বাল্বিন্ সালীম। ৯০। ওয়া উয্লিফাতিল জান্নাতু
(৮৮) যে দিন সম্পদ ও সন্তানাদি কোনই উপকারে আসবেনা। (৮৯) শুধু যে পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। (৯০) এবং পরহেজগারদের জন্য জান্নাত

لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩١﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩٢﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

লিল্মুত্তাক্বীন। ৯১। ওয়া বুর্রিযাতিল জ্বাহীমু লিল্গা-ওয়ীন। ৯২। ওয়া ক্বীলা লাহুম আইনামা- কুন্তুম তা'বুদূন।
একেবারে নিকটবর্তী করা হবে। (৯১) এবং পথভ্রষ্টদের জাহান্নাম প্রদর্শন করা হবে। (৯২) এবং তাদেরকে বলা হবে যে, তারা কোথায় গেল, যাদের তোমরা ইবাদত করতে

﴿٩٣﴾ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٤﴾ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝

৯৩। মিন্ দূনিল্লা-হি ; হাল্ ইয়ানস্বুরূনাকুম আও ইয়ান্তাস্বিরূন। ৯৪। ফাকুব্কিবূ ফীহা- হুম ওয়াল্গা-উন।
(৯৩) আল্লাহকে ছাড়া তারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে? বা নিজেদেরকে (শাস্তি হতে) বাঁচাতে পারে? (৯৪) অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে মুখ উপুড় করে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে।

﴿٩٥﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٧﴾ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي

৯৫। ওয়া জুনূদু ইবলীসা আজ্মা'উন। ৯৬। ক্বা-লূ ওয়া হুম ফীহা-ইয়াখ্তাস্বিমূন। ৯৭। তাল্লা-হি ইন্ কুন্না- লাফী
(৯৫) এবং ইবলীসের সকল সৈন্য বাহিনীদেরকেও। (৯৬) তারা সেখানে (বসে) একে অপরের সাথে ঝগড়া করে বলবে, (৯৭) আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমরা স্পষ্ট

ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٨﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۝

দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৯৮। ইয্ নুসাওয়্যীকুম বিরাব্বিল্ 'আ-লামীন। ৯৯। ওয়া মা~আদ্বাল্লানা~ইল্লাল্ মুজ্রিমূন।
বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিলাম, (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে সারা জাহানের প্রতিপালক-এর সমতুল্য মনে করতাম। (৯৯) এবং আমাদেরকে শুধু পাপীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল।

﴿١٠٠﴾ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴿١٠١﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠٢﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১০০। ফামা- লানা- মিন্ শা-ফি'ঈন। ১০১। ওয়ালা- স্বাদীক্বিন্ হামীম। ১০২। ফালাও আন্না লানা- কার্রাতান্ ফানাকূনা মিনাল মু'মিনীন।
(১০০) এখন আমাদের কোনই সুপারিশকারী নেই, (১০১) এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই। (১০২) হায়! যদি আমাদের আবার পুনরায় (পৃথিবীতে) যাবার সুযোগ হত, তবে আমরা মুমিন হয়ে যেতাম।

৫ ع ৯ রুকূ

﴿١٠٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

১০৩। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা- কা-না আকছারুহুম মু'মিনীন। ১০৪। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল 'আযীযুর্ রাহীম।
(১০৩) নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; অথচ তাদের অধিকাংশ লোকই মুমিন নয়। (১০৪) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক মহা পরাক্রমশালী, অসীম দয়ালু।

✪ টীকা (আঃ ৮৬) ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) কাফের পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নিষ্ফল হওয়া সম্বন্ধে ভালরূপেই অবগত ছিলেন। অতএব, তিনি যে দো'আ করেছিলেন, 'আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, এর অর্থ তাকে ক্ষমার যোগ্য করুন' অর্থাৎ, তার মনে ঈমান আনয়নের আগ্রহ সৃষ্টি করে দিন। যেন ঈমান এনে ক্ষমার যোগ্য হতে পারে। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৯৩) ঃ অতএব, এই মূর্তিসমূহ নিজদিগকেও রক্ষা করতে পারল না এবং উপাস্যবৃন্দকেও না। এরূপ শয়তান কাউকেও সাহায্য ও আত্মরক্ষা করতে পারবে না। (বঃ কোঃ)

﴿١٠٥﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٧﴾ إِنِّي

১০৫। কায্যাবাত ক্বাওমু নূহিনিল মুর্সালীন। ১০৬। ইয্ ক্বা-লা লাহুম আখূহুম নূহুন আলা- তাত্তাকূন। ১০৭। ইন্নী

(১০৫) নূহের সম্প্রদায়ও রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছিল। (১০৬) যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বললেন, তোমাদের কি আল্লাহর ভয় নেই? (১০৭) (শোন!) নিশ্চয়ই আমি

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ

লাকুম রাসূলুন আমীন। ১০৮। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১০৯। ওয়া মা~আস্আলুকুম 'আলাইহি মিন আজ্বরিন, ইন্

তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল; (১০৮) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এ (জন্য) কোন মজুরী চাই না,

أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١١﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ

আজ্বরিইয়া ইল্লা- 'আলা- রাব্বিল 'আ-লামীন। ১১০। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১১১। ক্বা-লূ~আনু'মিনু লাকা ওয়াত্তাবা'আকাল্

আমার বিনিময় তো সারা জাহানের রবের কাছে। (১১০) সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব, অথচ

الْأَرْذَلُونَ ﴿١١٢﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٣﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ

আর্যালূন। ১১২। ক্বা-লা ওয়া মা- 'ইলমী বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১১৩। ইন্ হিসা-বুহুম ইল্লা- 'আলা- রাব্বী লাও

নিকৃষ্ট লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে? (১১২) নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে আমার জানার দরকার নেই, (১১৩) তাদের হিসাব তো একমাত্র আমার প্রতিপালকের কাছে,

تَشْعُرُونَ ﴿١١٤﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٦﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ

তাশ'উরূন। ১১৪। ওয়া মা~আনা- বিত্বা রিদিল মু'মিনীন। ১১৫। ইন্ আনা ইল্লা- নাযীরুম্ মুবীন। ১১৬। ক্বা-লূ লাইল্ লাম্

যদি তোমরা বুঝতে! (১১৪) আর আমি মুমিনগণকে বহিষ্কারকারী নই। (১১৫) আমিতো শুধু মাত্র একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী। (১১৬) তারা বলল, হে নূহ! তুমি যদি

تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ○

তান্তাহি ইয়া-নূহু লাতাকূনান্না মিনাল্ মারজূমীন। ১১৭। ক্বা-লা রাব্বি ইন্না ক্বাওমী ক্বায্যাবূন।

বিরত না হও, (তবে) তোমাকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। (১১৭) নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতেছে?

﴿١١٨﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٩﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ

১১৮। ফাফ্তাহ্ বাইনী ওয়া বাইনাহুম ফাত্হাওঁ ওয়া নাজ্জিনী ওয়া মাম্ মা'ইয়া মিনাল্ মু'মিনীন। ১১৯। ফাআন্জাইনা-হু

(১১৮) সুতরাং আমার মধ্যে ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে এবং আমার মুমিন সাথীগণকে রক্ষা করুন। (১১৯) অতঃপর আমি তাকে

وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٢٠﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

ওয়া মাম্ মা'আহূ ফিল্ ফুল্কিল্ মাশ্হূন। ১২০। ছুম্মা আগ্রাক্বনা- বা'দুল বা-ক্বীন। ১২১। ইন্না ফী যা-লিকা

ও তার সাথীগণকে রক্ষা করলাম নৌকায়, যেটি ছিল বোঝাইকৃত। (১২০) অতঃপর বাকী সবগুলোকে আমি ডুবিয়ে দিলাম। (১২১) নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে

○ টীকা (আঃ ১০৭) ঃ যেহেতু রাসূলের একদিকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ থাকে, আর অন্য দিকে উম্মতের সাথে। কাজেই কখনো তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলা হয়, কারণ আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন। আর কখনো তাঁকে উম্মতের রাসূল বলা হয়, কারণ তাঁকে উম্মতের দিকে পাঠানো হয়েছে। আমানতদারেরও দু'টি দিক হতে পারে। এক এই যে, আল্লাহ অহীর উপর রাসূলকে বিশ্বাস করেছেন যে, রাসূল ঠিকভাবে নির্দেশ বান্দাকে পৌছাবেন। কিম্বা এই যে, রাসূল লোকের মধ্যে বিশ্বাসী বলে মনে করা যেত যে, রাসূল মিথ্যা বলতেন না। এ অবস্থায় যেখানে যেখানে "লাকুম রাসূলুন আমিন"-এর শব্দ এসেছে, সেখানে সেখানে এ অর্থই বুঝতে হবে।

৬ ٤٨ ১০ রুকূ لَاٰيَةً ۖ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ

লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা- কা-না আক্‌ছারুহুম মু'মিনীন। ১২২। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল 'আযীযুর রাহীম। ১২৩। কায্‌যাবাত
দৃষ্টান্ত; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকেই মুমিন নহে। (১২২) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১২৩) আদ (সম্প্রদায়) ও রাসূলগণকে

عَادُ ۣالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾

'আ-দুনিল মুরসালীন। ১২৪। ইয্ ক্বা-লা লাহুম আখূহুম হূদুন আলা- তাত্তাকূন। ১২৫। ইন্নী লাকুম রাসূলুন আমীন।
প্রত্যাখ্যান করেছিল। (১২৪) যখন তাদের কাছে তাদের ভাই হুদ বলেছিলেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? (১২৫) আমি তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ

১২৬। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১২৭। ওয়ামা~আস্‌আলুকুম 'আলাইহি মিন্ আজ্‌র, ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্লা- 'আলা- রাব্বিল
(১২৬) সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা শোন। (১২৭) আমি এ (দাওয়াতের) ব্যাপারে তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিক শুধু সারা জাহানের

الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾

'আ-লামীন। ১২৮। আতাব্‌নূনা বিকুল্লি রী'ইন আ-ইয়াতান তা'বাছূন। ১২৯। ওয়া তাত্তাখিযূনা মাস্বা-নি'আ লা'আল্লাকুম তাখ্‌লুদূন।
প্রতিপালকের কাছেই। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে খেলার ছলে স্মৃতি (প্রাসাদ) তৈরী করছ? (১২৯) এবং তোমরা বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করছ, মনে হয় যেন তোমরা চিরস্থায়ীভাবে তাতে বসবাস করবে।

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ

১৩০। ওয়া ইযা- বাত্বাশ্‌তুম বাত্বাশ্‌তুম জ্বাব্বা-রীন। ১৩১। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১৩২। ওয়াত্তাকুল্ লাযী~আমাদ্দাকুম
(১৩০) যখন তোমরা (কারো প্রতি) আক্রমণ কর, তখন আক্রমণ কর কঠোরভাবে, (১৩১) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১৩২) এবং তোমরা তাঁকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সে সব বস্তু দিয়ে সাহায্য করেছেন,

بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ

বিমা- তা'লামূন। ১৩৩। আমাদ্দাকুম্ বিআন'আ-মিঁও ওয়া বানীন। ১৩৪। ওয়া জ্বান্না-তিঁও ওয়া 'উইউন। ১৩৫। ইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম
যা তোমরা জান! (১৩৩) তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তানাদি দ্বারা (১৩৪) এবং বাগান ও ঝরণা দ্বারা। (১৩৫) আমি তোমাদের

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٦﴾ اِنْ

'আযা-বা ইয়াওমিন 'আযীম। ১৩৬। ক্বা-লূ সাওয়া—উন 'আলাইনা~আওয়া 'আয্‌তা আম্ লাম্ তাকুম্ মিনাল্ ওয়া-'ইযীন। ১৩৭। ইন্
ব্যাপারে ভয় করছি, কঠিন দিনের (পরকালের) শাস্তির। (১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা না দাও, উভয়ই আমাদের কাছে সমান। (১৩৭) এটাতো

○ টীকা (আঃ ১২৯) ঃ 'আদ সম্প্রদায় ভাস্কর কার্যে অর্থাৎ প্রস্তর শিল্পে নিপুণ ছিল, এমনকি তারা যা অনাবশ্যক তাতে সময় নষ্ট করত। পর্বত খোদিত করে তারা বিভিন্ন প্রকার বাসস্থান ও স্মৃতিস্তম্ভ প্রস্তুত করত। অধুনা যেমন আমাদের দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের স্মৃতিস্তম্ভ প্রস্তুত করে প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য এই থাকে যাতে তাদের স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলে এটা বুঝতে পারা যায় যে, তাতে কোন সার্থকতা নেই। কারণ চিরকাল স্থায়িত্বের পরিচয় আমরা কোরআন পাকের كل من عليها فان অর্থাৎ "চিরঞ্জীব আল্লাহ ব্যতীত সবই ধ্বংসে পরিণত হবে।" এ সত্য বাণীতে বেশ বুঝতে পারি। আমরা আরো দেখতে পাই যে, 'স্মৃতিস্তম্ভ', 'মাজার' ও দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণে লোক লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় করে থাকে। অথচ কিছুদিন পরে তার নির্মাণকারীর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। স্মৃতিস্তম্ভ, পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণের দিক দিয়ে মিসরই জগতের মধ্যে প্রাচীন ও সুবিখ্যাত। তথায় যেরূপ মনোরম ও মজবুত পিরামিড ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায় তা জগতে দুর্লভ। কোনও কোনটিতে খোদিত লেখাও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু কোথায় তার নির্মাণকারী? তার এখন প্রকৃত অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে। ফলকথা, "নিত্য আল্লাহ পাকের নামই থাকবে" এ ভাবধারা মুসলমানের থাকা উচিত। এতদ্ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল, সুতরাং নির্বোধ মানুষই অনর্থক কার্যে লিপ্ত হয়।

هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۭ اِنَّ فِيْ

হা-যা~ইল্লা- খুলুকুল আওওয়ালীন। ১৩৮। ওয়া মা- নাহ্নু বিমু'আয্যাবীন। ১৩৯। ফাকায্যাবূহু ফাআহ্লাক্না- হুম; ইন্না ফী

আগেকার (লোক)দেরই চরিত্র। (১৩৮) আমরা কখনও শাস্তি প্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতঃপর তারা (আদ জাতি) তাকে প্রত্যাখ্যান করল, তখন আমি তাদেরকে ধংস করেদিলাম।

ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤٠﴾ ع ৭ ৮ ১১ রুকূ

যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা- কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন। ১৪০। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল 'আযীযুর রাহ্বীম।

নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে বিরাট উপদেশ এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৪০) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

﴿١٤١﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾ اِنِّيْ لَكُمْ

১৪১। কায্যাবাত ছামূদুল মুরসালীন। ১৪২। ইয্ ক্বা-লা লাহুম আখূহুম স্বা-লিহুন 'আলা- তাত্তাকূন। ১৪৩। ইন্নী লাকুম

(১৪১) সামূদ (জাতি)ও রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। (১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল যে, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? (১৪৩) নিশ্চয়ই আমি

رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٤﴾ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ

রাসূলুন আমীন। ১৪৪। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১৪৫। ওয়া মা~আস্আলুকুম 'আলাইহি মিন আজ্র, ইন্ আজ্রিয়া

তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৪৪) সুতরাং আল্লাকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১৪৫) আমি তোমাদের কাছে এজন্য পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিক

اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٦﴾ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ

ইল্লা-'আলা- রাব্বিল 'আ-লামীন। ১৪৬। আতুত্রাকূনা ফী মা- হা-হুনা~আ-মিনীন। ১৪৭। ফী জ্বান্না-তিওঁ ওয়া

একমাত্র সারা জাহানের প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। (১৪৬) তোমাদেরকে কি নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে যা এখানে আছে তার মধ্যে, (১৪৭) (অর্থাৎ) বাগানে ও

عُيُوْنٍ ﴿١٤٧﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾

'উইউন। ১৪৮। ওয়া যুরূ'ইওঁ ওয়া নাখ্লিন্ ত্বাল্'উহা- হাদ্বীম। ১৪৯। ওয়া তান্হিতূনা মিনাল্ জ্বিবা-লি বুউতান্ ফা-রিহীন।

ঝরণায় (১৪৮) এবং শস্য ক্ষেত্র এবং খেজুরের বাগানে যার কলি খুবই ঘন। (১৪৯) এবং তোমরা সগর্বে পাহাড় কেটে কেটে ঘর নির্মাণ করছ?

﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي

১৫০। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১৫১। ওয়ালা- তুত্বী'উ~আমরাল মুস্রিফীন। ১৫২। আল্লাযীনা ইউফ্সিদূনা ফিল

(১৫০) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১৫১) এবং সীমালংঘনকারী (কাফির)দের নির্দেশকে মেনো না, (১৫২) যারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে

الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ

আরদ্বি ওয়ালা- ইউস্বলিহূন। ১৫৩। ক্বা-লূ~ইন্নামা~আন্তা মিনাল মুসাহ্হারীন। ১৫৪। মা~আন্তা ইল্লা- বাশারুম্

এবং (নিজ চরিত্রকে) সংশোধন করে না। (১৫৩) তারা বলল, নিশ্চয়ই তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৫৪) তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ,

مِّثْلُنَا ۚ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ

মিছ্লুনা-, ফা'তি বিআইয়া-তিন ইন্ কুন্তা মিনাস্ব স্বা-দিক্বীন। ১৫৫। ক্বা-লা হা-যিহী না-ক্বাতুল্ লাহা- শির্বুউঁ ওয়া লাকুম

তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এস, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (১৫৫) সালেহ বললেন, এ উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পান করার একটি সময় এবং তোমাদের জন্য রয়েছে

شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

শিরবু ইয়াওমিম্ মা'লূম। ১৫৫। ওয়ালা- তামাস্‌সূহা- বিসূ—ইন ফাইয়া'খুযাকুম 'আযা-বু ইয়াওমিন্ 'আজীম।

পানি পান করার নির্ধারিত এক একটি দিন। (১৫৫) তাকে (মেরে ফেলার জন্য) স্পর্শ কর না। (যদি এটা কর) তবে তোমাদেরকে (পরকালের) শাস্তি পাকড়াও করবে।

﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَٰدِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا

১৫৭। ফা'আক্বারূহা- ফা'আস্‌বাহূ না-দিমীন। ১৫৮। ফাআখাযাহুমুল 'আযা-ব; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা-

(১৫৭) অতঃপর তারা সেটিকে হত্যা করল, এরপর তারা অনুতপ্ত হল। (১৫৮) অতঃপর তাদেরকে শাস্তি পাকড়াও করল, নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে উপদেশ এবং তাদের

রুকু ৮ / ১২

كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ

কা-না আকছারুহুম্ মু'মিনীন। ১৫৯। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর রাহীম। ১৬০। কায্‌যাবাত ক্বাওমু লূত্বিনিল্

অধিকাংশই ঈমানদার নয়। (১৫৯) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৬০) লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ও রাসূলগণকে অবিশ্বাস

ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○

মুরসালীন। ১৬১। ইয্ ক্বা-লা লাহুম আখূহুম লূত্বুন আলা- তাত্তাকূন। ১৬২। ইন্নী লাকুম রাসূলুন আমীন।

করেছিল। (১৬১) যখন তাদের কাছে তাদের ভাই (লূত) বলেছিলেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? (১৬২) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

﴿١٦٢﴾ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ

১৬৩। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১৬৪। ওয়া মা~আস্‌আলুকুম 'আলাইহি মিন্ আজ্‌র, ইন আজ্‌রিয়া ইল্লা- 'আলা- রাব্বিল

(১৬৩) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১৬৪) আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিক একমাত্র সারা

ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ

'আ-লামীন। ১৬৫। আতা'তূনায্ যুক্‌রা-না মিনাল্ 'আ-লামীন। ১৬৬। ওয়া তাযারূনা মা- খালাক্বা লাকুম রাব্বুকুম্ মিন্

জাহানের প্রতিপালকের কাছে। (১৬৫) তোমরা কি পৃথিবীতে শুধু পুরুষদের সাথেই কুকর্ম কর, (১৬৬) অথচ তোমরা বর্জন করছ, যা তোমাদের প্রতিপালক সৃষ্টি করেছেন

أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ

আয্‌ওয়া-জিকুম ; বাল্ আন্‌তুম ক্বাওমুন 'আ-দূন। ১৬৭। ক্বা-লূ লাইল্‌লাম তান্তাহি ইয়া-লূত্বু লাতাকূনান্না মিনাল

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য হতে, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (১৬৭) তারা বলল, হে লূত! যদি তুমি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে (দেশ থেকে) বের করে

ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ○

মুখ্‌রাজীন। ১৬৮। ক্বা-লা ইন্নী লি'আমালিকুম্ মিনাল ক্বা-লীন। ১৬৯। রাব্বি নাজ্জিনী ওয়া আহ্‌লী মিম্মা- ইয়া'মালূন।

দেয়া হবে। (১৬৮) লূত বললেন, আমি (এ) কাজকে অপছন্দ করি। (১৬৯) হে আমার রব! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে সে কাজ থেকে রক্ষা করুন, যা তারা করে।

✪ টীকা (আঃ ১৫৬) ঃ পানি পান করার পালা এরূপ ছিল যে, একদিন ছালেহ্ (আ)-এর উষ্ট্রীর জন্য এবং একদিন সামূদ সম্প্রদায়ের পশুগুলোর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উষ্ট্রীটি স্বীয় পালার দিন কূপের সম্পূর্ণ পানি নিঃশেষ করে পান করত। ফলে সেদিন অবশিষ্ট থাকত না। এই ব্যাপারটি তাদের অসহ্য হওয়ায় তারা উষ্ট্রীটির শত্রু হয়ে দাঁড়াল। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫৭) ঃ نعقروها - উষ্ট্রিটি আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতের নিশানা এবং নবীর নবুওয়াতের সত্যতার দলীল ছিল। সামুদ সম্প্রদায় ঈমান গ্রহণ না করে কুফর, শিরকে চরম ভাবে লিপ্ত হল। শেষ পর্যন্ত তারা জীবিত উষ্ট্রিটির পায়ের গোড়ালি কেটে জখম করে সেটিকে হত্যা করল। ফলে তিনদিন পরে তাদের উপর শাস্তির নিদর্শন আসা শুরু করল। তারা তাদের কৃতকার্যে লজ্জিত হল। কিন্তু শাস্তি আসার পরে তাদের তওবা ও লজ্জিত হওয়া কোনই কাজে আসল না।

فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭০। ফানাজ্জাইনা-হু ওয়া আহ্‌লাহূ~ আজ্‌মা'ঈন। ১৭১। ইল্লা- 'আজূযান্ ফিল গা-বিরীন। ১৭২। ছুম্মা দাম্মারনাল্ আ-খারীন।
(১৭০) সুতরাং আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করলাম। (১৭১) কিন্তু এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে। (১৭২) অতঃপর অন্য সবাইকেই ধ্বংস করলাম।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ

১৭৩। ওয়া আম্‌ত্বারনা- 'আলাইহিম্ মাত্বারা-, ফাসা—আ মাত্বারুল্ মুন্‌যারীন। ১৭৪। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ; ওয়া মা- কা-না
(১৭৩) তাদের উপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, কতই খারাপ ছিল ভীতিপ্রদত্তদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি! (১৭৪) নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই

اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾ كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ

৯ ع ১৬ ১৩ রুকূ

আক্‌ছারুহুম্ মু'মিনীন। ১৭৫। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল 'আযীযুর রাহীম। ১৭৬। কায্‌যাবা আস্‌হা-বুল আইকাতিল
মুমিন নয়। (১৭৫) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৭৬) আইকা (জংগল) বাসীরাও রাসূলগণকে অস্বীকার

الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

মুরসালীন। ১৭৭। ইয্ ক্বা-লা লাহুম শু'আইবুন আলা- তাত্তাকূন। ১৭৮। ইন্নী লাকুম রাসূলুন আমীন।
করেছিল, (১৭৭) যখন তাদের কাছে শোয়াইব বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না? (১৭৮) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ

১৭৯। ফাত্তাকুল্লা-হা ওয়া আত্বী'উন। ১৮০। ওয়া মা~আস্‌আলুকুম 'আলাইহি মিন্ আজ্‌র, ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্লা- 'আলা- রাব্বিল
(১৭৯) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। (১৮০) আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক একমাত্র সারা

الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ

'আ-লামীন। ১৮১। আওফুল কাইলা ওয়ালা- তাকূনূ মিনাল্ মুখ্‌সিরীন। ১৮২। ওয়াযিনূ বিলক্বিস্‌ত্বা-সিল্
জাহানের প্রতিপালকের কাছে। (১৮১) তোমরা মাপ পূর্ণভাবে দিবে, মাপে কম করো না যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (১৮২) এবং সঠিকভাবে

الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾

মুস্‌তাক্বীম। ১৮৩। ওয়ালা- তাব্‌খাসুন্ না-সা আশ্‌ইয়া—আহুম ওয়ালা- 'তাছাও ফিল্ আরদ্বি মুফসিদীন।
ওযন কর। (১৮৩) এবং লোকদেরকে (মাপের সময়) তাদের (প্রাপ্য) দ্রব্যাদিসমূহ কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়াবে না।

وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوْۤا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৪। ওয়াত্তাকুল্লাযী খালাক্বাকুম ওয়াল জ্বিবিল্লাতাল্ আওয়্যালীন। ১৮৫। ক্বা-লূ~ইন্নামা~ আন্তা মিনাল্ মুসাহ্হারীন।
(১৮৪) এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং পূর্বের সকল সৃষ্টিকে। (১৮৫) তারা বলল, নিশ্চয় তুমি যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭১) ঃ الا عجوزا - বৃদ্ধা দ্বারা হযরত লূতের (আ) বৃদ্ধা স্ত্রীকে বুঝান হয়েছে। যে ঈমান গ্রহণ করছিল না। ফলে সেও তার সম্প্রদায়ের সাথেই ধ্বংস হয়েছিল। ○ টীকা (আঃ ১৭৩) ঃ হযরত লূত (আ)-এর এ স্ত্রী কাফের ছিল। অতএব, রাত্রে সে হযরত লূত (আ)-এর সাথে গ্রাম হতে বের হয় নি। সুতরাং সে আযাবের উপযোগী লোকদের মধ্যে রয়ে গেল। আর লূত (আ)-কে যে, তার সম্প্রদায়ের লোকদের সামাজিক ভ্রাতা বলা হয়েছে, মতান্তরে তিনি শ্বশুর বাড়ীর দিক হতে কাওমের ভাই হয়ে থাকবেন। কেননা, তিনি সঙ্গীবিহীন অবস্থায় হিজরত করে এদেশে এসেছিলেন। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭৬) ঃ اصحب لئيكة - ইবনে কাসীর (রহ) বলেন, "আসহাবে আইকা" মাদায়েন সম্প্রদায়কে বলা হয়। ايكة (আইকা) একটি বৃক্ষের নাম, যাকে তারা পূজা করত। এ কারণে তাদেরকে اصحب لئيكة (আইকাবাসী) বলা হয়।

وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَٰذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ

১৮৬। ওয়া মা~আন্তা ইল্লা- বাশারুম্ মিছ্লুনা- ওয়া ইন্ নাজুন্নুকা লামিনাল কা-যিবীন। ১৮৭। ফাআস্কিত্ব 'আলাইনা- কিসাফাম্ মিনাস্

(১৮৬) তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ, আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি। (১৮৭) তুমি নিক্ষেপ কর আমাদের উপর

السَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ

সামা—ই ইন্ কুন্তা মিনাস্ব স্বা-দিক্বীন। ১৮৮। ক্বা-লা রাব্বী ~আ'লামু বিমা- তা'মালূন। ১৮৯। ফাকায্যাবূহু

আকাশের একটা টুকরা, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (১৮৮) তিনি বললেন, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমার প্রতিপালক খুবই অবগত। (১৮৯) অতঃপর তারা তাঁকে

فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ

ফাআখাযাহুম 'আযা-বু ইয়াওমিয্ যুল্লাহ ; ইন্নাহূ কা-না 'আযা-বা ইয়াওমিন 'আযীম। ১৯০। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ ;

অস্বীকার করল, ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি পাকড়াও করল। নিশ্চয়ই সেটা ছিল মহা দিবসের শাস্তি। (১৯০) নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে বড় নিদর্শন,

১০ ع ১৬ ১৪ রুকূ

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ

ওয়া মা- কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন। ১৯১। ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাহুওয়াল 'আযীযুর রাহীম। ১৯২। ওয়া ইন্নাহূ লাতান্যীলু

কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। (১৯১) এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৯২) নিশ্চয় এ কুরআন সারা জাহানের

رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

রাব্বিল্ 'আ-লামীন। ১৯৩। নাযালা বিহির্ রূহুল আমীন। ১৯৪। 'আলা- ক্বাল্বিকা লিতাকূনা মিনাল্ মুন্যিরীন।

প্রতিপালকের থেকে অবতীর্ণ। (১৯৩) যা নিয়ে বিশ্বস্ত ফিরিশতা (জীবরাঈল) অবতরণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শকারী হতে পারেন।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ

১৯৫। বিলিসা-নিন্ 'আরাবিয়্যিম্ মুবীন। ১৯৬। ওয়া ইন্নাহূ লাফী যুবুরিল্ আওয়্যালীন। ১৯৭। আওয়ালাম ইয়াকুল্ লাহুম

(১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও এ কুরআনের কথা অবশ্যই উল্লেখ রয়েছে। (১৯৭) এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন হিসেবে যথেষ্ট নয়

ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَٰٓؤُا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝

আ-ইয়াতান্ আই ইয়া'লামাহূ 'উলামা—উ বানী~ইস্রা—ঈল। ১৯৮। ওয়ালাও নায্যাল্না-হু 'আলা- বা'দ্বিল আ'জ্বামীন।

যে, কুরআনকে বনী ইসরাঈলের আলিমগণও জানে। (১৯৮) আর যদি আমি তা (কুরআন) কোন অনারব ব্যক্তির উপর নাযিল করতাম,

فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

১৯৯। ফাক্বারাআহূ 'আলাইহিম্ মা- কা-নূ বিহী মু'মিনীন। ২০০। কাযা-লিকা সালাক্না-হু ফী ক্বুলূবিল মুজ্বরিমীন।

(১৯৯) এবং সে তা তাদের সামনে পাঠ করত, তবেও তারা তার প্রতি বিশ্বাস আনত না। (২০০) এভাবেই আমি পাপীদের অন্তরসমূহে তা (অবিশ্বাস) গেঁথে দিয়েছি,

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

২০১। লা- ইউ'মিনূনা বিহী হাত্তা- ইয়ারাউল 'আযা-বাল্ আলীম। ২০২। ফাইয়া'তিইয়াহুম্ বাগ্তাতাওঁ ওয়া হুম লা-ইয়াশ্'উরূন।

(২০১) তারা যতক্ষণ যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রত্যক্ষ না করবে, ততক্ষণ ঈমান আনবে না। (২০২) অতঃপর সে শাস্তি তাদের উপর অকস্মাৎ এসে যাবে, অথচ তাদের খবরও থাকবে না।

﴿٢٠٣﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٥﴾ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ

২০৩। ফাইয়াকূলূ হাল্ নাহ্নু মুন্যারূন। ২০৪। আফাবি'আযা-বিনা- ইয়াস্তা'জিলূন। ২০৫। আফারাআইতা ইম্মাত তা'না-হুম

(২০৩) তখন তারা বলবে, আমাদেরকে কি সুযোগ দেয়া হবে? (২০৪) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে? (২০৫) আচ্ছা, আমি যদি তাদেরকে কয়েক বছরও উপভোগের জন্য

سِنِينَ ﴿٢٠٦﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٧﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٨﴾ وَمَآ

সিনীন। ২০৬। ছুম্মা জ্বা—আহুম মা- কা-নূ ইউ'আদূন। ২০৭। মা~আগনা- 'আন্হুম মা- কা-নূ ইউমাত্তা'উন। ২০৮। ওয়া মা~

দেই, (২০৬) অতঃপর তাদের উপর এসে পড়ে, যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল তা। (২০৭) তখন তা তাদের কোনই কাজে আসবে না, যা তারা ভোগ করছিল। (২০৮) আমি

أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٩﴾ ذِكْرَىٰ قف وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢١٠﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ

আহ্লাক্না- মিন্ ক্বারইয়াতিন ইল্লা- লাহা- মুন্যিরূন। ২০৯। যিক্রা-, ওয়া মা- কুন্না-য্বা-লিমীন। ২১০। ওয়া মা- তানায্যালাত্ বিহিশ্

এমন কোন জনপদকে ধ্বংস করিনি যার জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী ছিল না, (২০৯) এতো উপদেশ এবং আমি জালিম নই। (২১০) শয়তানরা এ কুরআন নিয়ে

ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢١١﴾ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١٢﴾ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٣﴾ فَلَا

শাইয়া-ত্বীন। ২১১। ওয়া মা- ইয়াম্বাগী লাহুম ওয়ামা- ইয়াস্তাত্বী'উন। ২১২। ইন্নাহুম 'আনিস্ সাম্'ই লামা'যূলূন। ২১৩। ফালা-

আসেনি। (২১১) এবং এটা তাদের উপযোগীও নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) বরং তাদেরকে শ্রবণ করা হতেও দূরে রাখা হয়েছে। (২১৩) সুতরাং

تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ○

তাদ্'উ মা'আল্লা-হি ইলা-হান আ-খারা ফাতাকূনা মিনাল্ মু'আয্যাবীন। ২১৪। ওয়া আন্যির 'আশীরাতাকাল আক্বরাবীন।

আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদকে ডাকবেন না, (যদি ডাকেন) শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (২১৪) এবং সাবধান করুন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদেরকে।

﴿٢١٥﴾ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٦﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى

২১৫। ওয়াখ্ফিদ্ব জ্বানা- হ্বাকা লিমানিত্ তাবা'আকা মিনাল মু'মিনীন। ২১৬। ফাইন্ 'আস্বাওকা ফাকুল্ ইন্নী

(২১৫) এবং আপনি (দয়া করুন) তাদের জন্য, যারা মুমিন অবস্থায় আপনার অনুসরণ করে। (২১৬) যদি তারা আপনাকে অমান্য করে, তবে আপনি তাদের বলেন,

بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٨﴾ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ○

বারী—উম মিম্মা- তা'মালূন। ২১৭। ওয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্ 'আযীযির্ রাহীম। ২১৮। আল্লাযী ইয়ারা-কা হ্বীনা তাকূম।

তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত। (২১৭) এবং আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু র উপর। (২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (নামাযে) দাঁড়ান,

﴿٢١٩﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢٢٠﴾ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٢١﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ

২১৯। ওয়া তাক্বাল্লুবাকা ফিস্ সা-জিদীন। ২২০। ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ২২১। হাল্ উনাব্বিউকুম 'আলা- মান্ তানায্যালুশ্

(২১৯) এবং সিজদাকারীদের মাঝে আপনার উঠাবসাকেও। (২২০) নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (২২১) আমি কি তোমাদেরকে বলব যে, কার উপর

○ টীকা (আঃ ২০৮) ঃ ফলকথা, কাফেরদের কুফরীর শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে অবকাশ দেয়ার উদ্দেশ্য তাদের দণ্ডনীয় হওয়ার প্রমাণ পূর্ণ করা এবং তাদের ওযর আপত্তির পথ সর্বতোভাবে বন্ধ করা। এটা শুধু মক্কার কাফেরদের সাথেই নয়; বরং পূর্বযুগের কাফেরদিগকেও অবকাশ দেয়া হয়েছিল।

○ টীকা (আঃ ২১১) ঃ কতক কাফের হযরতকেও জ্যোতিষী বলে উক্তি করত। অর্থাৎ, জ্যোতিষীকে শয়তান এসে যেমন আসমানী সংবাদ বলে যায়, তদ্রূপ "নাউযুবিল্লাহ্" হযরতকেও শয়তান আসমানী সংবাদ বলে যায়। অত্র আয়াতে উহারই উত্তর বলেছেন।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২১৮) ঃ حين تقوم – অর্থাৎ যখন (তাহাজ্জুদের সময়) একা নামাযে দাঁড়ান।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২১৯) ঃ في السجدين – অর্থাৎ যখন মানুষদের মধ্যে (জামাতে) নামাযে দাঁড়ান।

الشيطين ﴿٢٢٢﴾ تنزل على كل افاك اثيم ﴿٢٢٣﴾ يلقون السمع واكثرهم كذبون ﴿٢٢٤﴾

শাইয়া-ত্বীন। ২২২। তানায্যালু 'আলা- কুল্লি আফ্ফা-কিন্ আছীম। ২২৩। ইউল্কূনাস্ সাম্'আ ওয়া আক্ছারুহুম কা-যিবূন।

শয়তান অবতীর্ণ হয়? (২২২) সে অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপী নিকট। (২২৩) যারা শয়তানের প্রতি কান পেতে রাখে তাদের অধিকাংশই মিথ্যুক,

والشعراء يتبعهم الغاون ﴿٢٢٤﴾ الم تر انهم فى كل واد يهيمون ﴿٢٢٥﴾ وانهم

২২৪। ওয়াশ্শু'আরা—উ ইয়াত্তাবি'উহুমুল গা-ঊন। ২২৫। আলাম্ তারা আন্নাহুম ফী কুল্লি ওয়া-দিই ইয়াহীমূন। ২২৬। ওয়া আন্নাহুম

(২২৪) আর কবিদের অনুসরণ তো তারাই করে যারা পথভ্রষ্ট। (২২৫) আপনি কি দেখেন না যে, তারা প্রত্যেকে দিশেহারা হয়ে ময়দানে ঘুরা-ফেরা করে। (২২৬) এবং

يقولون مالا يفعلون ﴿٢٢٦﴾ الا الذين امنوا وعملوا الصلحت وذكروا الله كثيرا

ইয়াকূলূনা মা-লা- ইয়াফ'আলূন। ২২৭। ইল্লাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ স্বা-লিহা-তি ওয়া যাকারুল্লা-হা কাছীরাওঁ

যা তারা করে না তারা তা মুখে বলে, (২২৭) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমানদার ও নেক্কার করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে এবং

১১ ع ৩৬ ১৫ রুকূ

وانتصروا من بعد ما ظلموا ۗ وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ﴿٢٢٧﴾

ওয়ান্তাছারূ মিম্ বা'দি মা- জুলিমূ ; ওয়া সাইয়া'লামুল্ লাযীনা যালামূ ~আইয়্যা মুন্ক্বালাবিইঁ ইয়ান্ক্বালিবূন।

অত্যাচারিত হবার পরে প্রতিশোধ নেয় এবং যারা অত্যাচার করেছে, তারা অতিশীঘ্রই জানবে যে, কেমন স্থানে তাদের ফিরে যেতে হবে।

সূরা আন নামল
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৯৩
রুকূ ঃ ৭

(১) طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ (২) هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

১। ত্বা-সী—ন ; তিল্কা আ-ইয়া-তুল কুরআ-নি ওয়া কিতা-বিম্ মুবীন। ২। হুদাওঁ ওয়া বুশ্রা- লিলমু'মিনীন।
(১) ত্বা-সীন, এ আয়াতসমূহ কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের। (২) মুমিনগণের জন্য এটা পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ।

(৩) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (৪) اِنَّ

৩। আল্লাযীনা ইউক্বীমূনাস্ব স্বালা-তা ওয়া ইউ'তূনায্ যাকা-তা ওয়া হুম বিল্ আ-খিরাতি হুম ইউক্বিনূন। ৪। ইন্নাল্
(৩) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং তারাই পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী। (৪) নিশ্চয় যারা

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ (৫) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি যাইয়্যান্না- লাহুম আ'মা-লাহুম ফাহুম ইয়া'মাহূন। ৫। উলা—ইকাল্ লাযীনা
পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের কর্মগুলোকে তাদের সামনে সুদৃশ্য করে রেখেছি, সুতরাং তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (৫) এদের জন্যই রয়েছে

لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ (৬) وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ

লাহুম সূ—উল 'আযা-বি ওয়াহুম ফিল আ-খিরাতি হুমুল আখ্সারূন। ৬। ওয়া ইন্নাকা লাতুলাক্কাল্ কুরআ-না
কঠিন শাস্তি এবং পরকালে তারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (৬) নিশ্চয়ই আপনাকে প্রজ্ঞাবান মহাজ্ঞানী (আল্লাহর পক্ষ) হতে কুরআন

مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ (৭) اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ۗ سَاٰتِيْكُمْ

মিল্লাদুন হাকীমিন 'আলীম। ৭। ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিআহ্লিহী~ইন্নী~আ-নাস্তু না-রা- ; সাআ-তীকুম্
শিখানো হচ্ছে। (৭) স্মরণ করুন! যখন মূসা তার পরিবার-পরিজনদেরকে বলেছিলেন, আমি আগুন দেখেছি, আমি সেখান হতে তোমাদের জন্য কোন খবর

মিন চতুর্থাংশ

مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ (৮) فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ

মিন্হা- বিখাবারিন আও আ-তীকুম্ বিশিহা-বিন্ ক্বাবাসিল্ লা'আল্লাকুম তাস্ত্বালূন। ৮। ফালাম্মা- জা—আহা- নূদিইয়া
নিয়ে বা আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে এখনি তোমাদের কাছে এসে যাব, যাতে তোমরা আগুনের তাপ নিতে পার। (৮) যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন, তখন আওয়াজ হল যে,

اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (৯) يٰمُوْسٰٓى

আম্ বূরিকা মান্ ফিন্ না-রি ওয়া মান্ হাওলাহা- ; ওয়া সুব্হা-নাল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। ৯। ইয়া- মূসা~
বরকতময় সে, যে এ আগুনের কাছে রয়েছে এবং যারা তার চারপাশে রয়েছে এবং আল্লাহ পবিত্র, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। (৯) হে মূসা!

اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (১০) وَاَلْقِ عَصَاكَ ۗ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ

ইন্নাহূ~আনাল্লা-হুল 'আযীযুল হাকীম। ১০। ওয়া আল্ক্বি 'আস্বা-কা, ফালাম্মা- রাআ-হা- তাহ্তাযযু কাআন্নাহা- জ্বা—নুও
আমিই সে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (১০) আপনি আপনার লাঠি (মাটিতে) ফেলে দীন, যখন তিনি তা ফোঁসতে দেখলেন, মনে হয় যেন সেটি একটি

وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۗ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۗ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ

ওয়াল্লা- মুদ্বিরাওঁ ওয়া লাম ইউ'আক্কিব ; ইয়া-মূসা- লা-তাখাফ, ইন্নী লা-ইয়াখা-ফু লাদাইয়্যাল্ মুরসালূন।
সাপ, তিনি উল্টো দিকে ছুটতে লাগলেন (দ্বিতীয়বার আওয়াজ আসল) হে মূসা! ভয় পাবেন না, আমার নিকটে রাসূলগণ ভয় পায়না;

(১১) اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (১২) وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ

১১। ইল্লা- মান্ জ্বালামা ছুম্মা বাদ্দালা হুস্নাম্ বা'দা সূ—ইন্ ফাইন্নী গাফূরুর্ রাহীম। ১২। ওয়া আদ্খিল ইয়াদাকা ফী
(১১) তবে যে জুলুম করে, অতঃপর খারাপ কাজের পরিবর্তে নেক কাজ করে, তার প্রতি আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১২) আর আপনি আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন।

جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۗ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۗ

জ্বাইবিকা তাখ্রুজ্ বাইদ্বা—আ মিন্ গাইরি সূ—ইন্, ফী তিস্'ই আ-ইয়া-তিন ইলা- ফির'আওনা ওয়া ক্বাওমিহী ;
সে (হাত)টি সাদা চকচকে (রোগ) মুক্ত অবস্থায় বের হয়ে আসবে। (এ দুটো নিদর্শন) যা নয়টি নিদর্শনের মধ্যে। তা নিয়ে ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায়ের নিকট যান;

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮) ঃ من فى النار - এ আয়াতাংশে من দ্বারা আল্লাহ তায়ালাকে এবং نار (আগুন) দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নূরকে বুঝান হয়েছে এবং من حولها (তার চার পাশ) দ্বারা মূসা (আ) এবং ফিরিশতাগণকে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ১১) ঃ নবীগণ সকলেই নিষ্পাপ, তারা স্বেচ্ছায় কখনো মন্দ কার্য্য করেন নি। কিন্তু মানব সুলভ দুর্বলতার জন্য তাঁদের মধ্যে কারো দ্বারা সামান্য ত্রুটি বা ভুলভ্রান্তি হয়ে পড়ত। এরূপ হযরত মূসা (আ) ভুলবশতঃ মিসরের জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়েছিলেন। তিনি তাকে ঘুষি মেরেছিলেন আর সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। অবশ্য এর জন্য হযরত মূসা (আ) আল্লাহ পাকের দরবারে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালাও তাঁর অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। আলোচ্য আয়াতে সম্ভব সেই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ○

ইন্নাহুম কা-নূ ক্বাওমান ফা-সিক্বীন। ১৩। ফালাম্মা- জ্বা—আত্হুম আ-ইয়া-তুনা- মুবস্বিরাতান্ ক্বা-লূ হা-যা- সিহ্রুম্ মুবীন।
নিশ্চয়ই তারা পাপী সম্প্রদায়। (১৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন (মু'জেযা) আসল তখন তারা বলল, এটা তো প্রকাশ্য যাদু।

﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

১৪। ওয়া জ্বাহাদূ বিহা- ওয়াস্তাইক্বানাত্হা~ আন্ফুসুহুম যুল্মাওঁ ওয়া 'উলুওয়ান- ; ফান্যুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল
(১৪) তারা সেগুলোকে অন্যায়ভাবে ও অহংকার করে অস্বীকার করল; অথচ তাদের অন্তর সেগুলোকে সত্য রূপে বুঝত। দেখুন, বিবাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম

১ ع ১৪ ১৬ রুকূ

الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا

মুফ্সিদীন। ১৫। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- দা-উদা ওয়া সুলাইমা-না 'ইল্মা-, ওয়া ক্বা-লাল্ হ্বাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী ফাদ্দ্বালানা-
কেমন হয়েছিল। (১৫) আর আমি দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং উভয়েই বলেছিলেন, প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন

عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

'আলা- কাছীরিম্ মিন্ 'ইবা-দিহিল মু'মিনীন। ১৬। ওয়া ওয়ারিছা সুলাইমা-নু দা-উদা ওয়া ক্বা-লা ইয়া~ আইয়্যুহান্ না-সু
তাঁর অনেক মুমিন বান্দাদের উপর। (১৬) এবং দাউদের উত্তরাধিকারী সুলায়মান হয়েছিলেন, এবংতিনি বলেছিলেন, হে মানুষ!

عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ○

'উল্লিম্না- মান্ত্বিক্বাত্ব ত্বাইরি ওয়া উতীনা- মিন কুল্লি শাইয়ি ; ইন্না হা-যা- লাহুওয়াল ফাদ্বলুল মুবীন।
আমাকে শিখানো হয়েছে পাখীদের বুলি এবং আমাকে প্রত্যেক প্রকার বস্তু দান করা হয়েছে, নিশ্চয় এটা (আল্লাহর) প্রকাশ্য দয়া।

﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا

১৭। ওয়া হুশিরা লিসুলাইমা-না জ্বুনূদুহু মিনাল্ জ্বিন্নি ওয়াল ইন্সি ওয়াত্ত্বাইরি ফাহুম ইউযা'উন। ১৮। হাত্তা~ইযা~
(১৭) সুলায়মানের সামনে একত্রিত করা হল তার বাহিনী- জ্বীন, মানুষ এবং পক্ষীকুল এবং তারপর তাদেরকে পৃথক পৃথক দলে ভাগ করা হল। (১৮) যখন তারা

أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ

আতাও 'আলা- ওয়া-দিন্ নাম্লি, ক্বা-লাত্ নাম্লাতুই ইয়া~আইয়্যুহান্ নাম্লুদ্খুলূ মাসা-কিনাকুম, লা- ইয়াহ্ত্বিমান্নাকুম
(বাহিনী) পিপীলিকার ময়দানে এসে পৌছল, তখন একটি পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল! তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তার বাহিনী

سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ

সুলাইমা-নু ওয়া জ্বুনূদুহূ, ওয়া হুম লা- ইয়াশ'উরূন। ১৯। ফাতাবাস্সামা দ্বা-হ্বিকাম্ মিন্ ক্বাওলিহা- ওয়া ক্বা-লা রাব্বি
তোমাদেরকে পদদলিত না করে তাদের অজান্তে (১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসি দিলেন, আর বললেন, হে আমার প্রতিপালক!

○ টীকা (আঃ ১৯) ঃ হযরত সোলায়মান (আ) পিপীলিকার ভাষা বুঝলেন এবং উহার ক্ষুদ্র দেহের প্রতি এরূপ সতর্কতা দেখে সন্তুষ্ট হলেন। আল্লাহ তা'আলার এমন বান্দাও আছে যারা নবীগণ (আ)-এর মো'জেযাহ সন্দেহ করতে নিষ্ফল চেষ্টা করে। পিপীলিকার সাথে হযরত সোলায়মান (আ)-এর আলাপের বিষয়েও তারা সন্দিহান। কিন্তু জনৈক ডাক্তার বহু গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পিপীলিকার শব্দ ও ইঙ্গিতের মর্ম উপলব্ধি করতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে তিনি একখানা কিতাবও লিখেছেন। মো'জেযাহর বিরুদ্ধবাদিগণ ডাক্তারের সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত হযরত সোলায়মান (আ)-এর মো'জেযার প্রতি সন্দিহান। কাজেই বলতে হয়- 'সত্য কথা বুঝতে অক্ষম হলে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে'।

أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا

আওযি'নী~আন্ আশ্কুরা নি'মাতাকাল লাতী~আন্'আম্তা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা- ওয়া- লিদাইয়্যা ওয়াআন্ আ'মালা স্বা-লিহ্বান্
আপনি আমাকে স্থায়িত্ব দিন যেন আপনার সে নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যে নেয়ামত আপনি দান করেছেন আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি।

تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٠﴾ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ

তারদ্বা-হু ওয়া আদ্খিলনী বিরাহ্মাতিকা ফী 'ইবা-দিকাস্ব স্বা-লিহ্বীন। ২০। ওয়া তাফাক্বক্বাদ্বাত্ব ত্বাইরা ফাক্বা-লা
আর আমি যেন নেক কাজ করতে পারি, যে কাজ আপনি পছন্দ করেন এবং আমাকে আপনার অনুগ্রহের দ্বারা নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (২০) সুলায়মান

مَا لِيَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ ﴿٢١﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا

মা- লিইয়া লা~আরাল হুদ্হুদ ; আম্ কা-না মিনাল গা—ইবীন। ২১। লাউ'আয্যিবান্নাহূ 'আযা-বান শাদীদান
পাখিগুলোর হাযিরা নিলেন এবং বললেন যে, আমি হুদহুদকে দেখছিনা কেন, সে আসলে অনুপস্থিত নাকি? (২১) অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবেহ

أَوْ لَأَا۟ذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ

আও লাআয্বাহ্বান্নাহূ~আওলাইয়া'তিইয়ান্নী বিসুল্ত্বা-নিম্ মুবীন। ২২। ফামাকাছা গাইরা বা'ঈদিন্ ফাক্বা-লা আহাত্বতু
করব, সে কোন সুস্পষ্ট কারণ না দেখালে। (২২) অতঃপর সে (হুদহুদ) আসতে বেশী দেরী করলনা এবং (এসে) বলল, আমি সাবা

بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٣﴾ إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ

বিমা- লাম্তুহিত্ব বিহী ওয়া জ্বি'তুকা মিন্ সাবাইম্ বিনাবাইঁ ইয়াক্বীন। ২৩। ইন্নী ওয়াজ্বাত্তুম রাআতান্ তাম্লিকুহুম
সম্প্রদায় থেকে একটি সঠিক সংবাদ আপনার কাছে নিয়ে এসেছি যা আপনি জানেন না। (২৩) আমি দেখেছি এক নারীকে সে তাদের উপর রাজত্ব করছে।

وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ

ওয়া উতিইয়াত মিন্ কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া লাহা- 'আর্শুন 'আযীম। ২৪। ওয়া জ্বাত্তুহা- ওয়া ক্বাওমাহা- ইয়াস্জুদূনা
তাকে প্রত্যেক প্রকারের সরঞ্জামই দেয়া হয়েছে এবং তার সিংহাসনও খুবই বিরাট। (২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম যে,

لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ

লিশ্শাম্সি মিন্ দূনিল্লা-হি ওয়া যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বা-নু আ'মা-লাহুম ফাস্বাদ্দাহুম 'আনিস্ সাবীলি ফাহুম
তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সিজদা করছে, শয়তান তাদের (খারাপ) কাজগুলোকে তাদের কাছে অতি শোভনীয় করে দেখিয়ে তাদেরকে সত্য পথ থেকে দূরে রাখছে, ফলে তারা

لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٥﴾ أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

লা- ইয়াহ্তাদূন। ২৫। আল্লা- ইয়াস্জুদূ লিল্লা-হিল্লাযী ইউখ্রিজুল খাব্আ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি
সঠিক পথ পাচ্ছেনা। (২৫) (শয়তান চায়) তারা যেন আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন বস্তুকে বের করেন এবং তোমরা যা কিছু

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২২) ঃ من سبا - سبا - (সাবা) এক ব্যক্তির নামানুসারে এক সম্প্রদায়েরও নাম ছিল এবং একটি শহরের নামও ছিল। এখানে শহর বুঝান হয়েছে। যে শহরটি ইয়ামান থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ عرش عظيم - (বড় সিংহাসন) বর্ণিত আছে, সিংহাসনটি ছিল ৮০ হাত, প্রস্থ ৪০ হাত এবং উঁচু ৩০ হাত এবং সেটি মোতি, লালইয়াকুত এবং মূল্যবান সবুজ পাথর দ্বারা জড়ানো ছিল। (ফতহুল কাদীর)

সিজদাহ ১০

সিজদাহ

وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٧﴾ قَالَ

ওয়া ইয়া'লামু মা-তুখ্ফূনা ওয়া মা- তু'লিনূন। ২৬। আল্লা-হু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া রাব্বুল 'আরশিল্ 'আযীম। ২৭। ক্বা-লা

প্রকাশ কর ও গোপন কর তা সব তিনি জানেন। (২৬) আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনিই আরশের অতিপতি। (২৭) সুলায়মান বললেন,

سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٨﴾ اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ

সানানযুরু আস্বাদাক্বতা আম কুন্তা মিনাল কা-যিবীন। ২৮। ইয্হাব্ বিকিতা-বী হা-যা- ফাআল্ক্বিহ্ ইলাইহিম

আমি এখনই দেখব; তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী? (২৮) আমার এ চিঠিখানা নিয়ে যাও এবং তাদের নিকট উহা ফেলে দাও, অতঃপর তাদের (দরবার)

ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ

ছুম্মা তাওয়াল্লা 'আন্হুম ফান্যুর মা-যা- ইয়ারজি'উন। ২৯। ক্বা-লাত ইয়া~আইয়্যুহাল্ মালাউ ইন্নী~ উলক্বিইয়া ইলাইয়্যা

থেকে (এক পার্শ্বে) সরে থাক এবং দেখ যে, তাদের প্রতিক্রিয়া কী। (২৯) সে (রাণী) বলল, হে দরবারের নেতৃবৃন্দ! আমার কাছে একটি সম্মানিত পত্র

كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٣٠﴾ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣١﴾ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ

কিতা-বুন্ কারীম। ৩০। ইন্নাহু মিন সুলাইমা-না ওয়া ইন্নাহু বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম। ৩১। আল্লা- তা'লূ 'আলাইয়্যা

ফেলা হয়েছে। (৩০) (চিঠি) টি সুলায়মানের পক্ষ হতে। আর তাতে লিখিত যে, "পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি", (৩১) তোমরা আমার সামনে অহংকার

২ ع ১৭ রুকু

وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا

ওয়া'তূনী মুসলিমীন। ৩২। ক্বা-লাত্ ইয়া~আইয়্যুহাল্ মালাউ আফ্তূনী ফী আম্রী, মা- কুন্তু ক্বা-ত্বি'আতান্ আম্রান

করনা এবং আমার কাছে চলে আস মুসলমান অবস্থায়। (৩২) বিলকিস বলল, হে আমার দরবারের নেতৃবৃন্দ! তোমরা এ ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও, আমি কোন বিষয়ে

حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٣﴾ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ

হাত্তা- তাশ্হাদূন। ৩৩। ক্বা-লূ নাহ্নু উলূ কুওয়্যাতিওঁ ওয়া উলূ বা'সিন শাদীদিওঁ, ওয়াল্ আম্রু

তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করি না। (৩৩) তারা উত্তর দিল, আমরা তো শক্তিশালী এবং যোদ্ধে পারদর্শী। নির্দেশ (একমাত্র) আপনারই,

إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٤﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا

ইলাইকি ফান্যুরী মা- যা- তা'মুরীন। ৩৪। ক্বা-লাত ইন্নাল মুলূকা ইযা- দাখালূ ক্বারইয়াতান আফ্সাদূহা-

আপনি চিন্তা করুন, আমাদেরকে কি নির্দেশ দিবেন। (৩৪) সে বলল, বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন সেটাকে বিধ্বস্ত করে দেয়

وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ

ওয়া জা'আলূ~আ'ইয্যাতা আহ্লিহা~আযিল্লাতান, ওয়া কাযা-লিকা ইয়াফ'আলূন। ৩৫। ওয়া ইন্নী মুরসিলাতুন ইলাইহিম্ বিহাদিয়্যাতিন্

এবং সেখানকার সম্মানিত লোকদেরকে লাঞ্ছিত করে এবং তারাও এরূপই করবে। (৩৫) আমি তার কাছে কিছু উপহার পাঠাচ্ছি, দেখা যাক,

فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا

ফানা-যিরাতুম্ বিমা ইয়ারজি'উল্ মুরসালূন। ৩৬। ফালাম্মা- জ্বা—আ সুলাইমা-না ক্বা-লা আতুমিদ্দূনানি বিমা-লিন্ ফামা~

বাহক কি খবর নিয়ে আসে। (৩৬) যখন বাহক সুলায়মানের কাছে পৌছল, তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতে চাও? আমাকে আল্লাহ

اٰتٰنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٧﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ

আ-তা-নিইয়াল্লা-হু খাইরুম্ মিম্মা~আ-তা-কুম, বাল্ আন্তুম্ বিহাদিয়্যাতিকুম তাফ্‌রাহূন। ৩৭। ইর্‌জি' ইলাইহিম

এর চেয়ে উত্তম সম্পদ দিয়েছেন; অথচ তোমরা তোমাদের উপহার নিয়ে খুবই অনুভব করছ। (৩৭) (এগুলো নিয়ে) তাদের কাছে ফিরে যাও,

فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

ফালানা'তিইয়ান্নাহুম্ বিজুনূদিল্ লা- ক্বিবালা লাহুম্ বিহা- ওয়া লানুখ্‌রিজ্বান্নাহুম্ মিন্‌হা~আযিল্লাতাওঁ ওয়া হুম স্বা-গিরূন।

আমি তাদের কাছে এমন সৈন্য বাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলার শক্তি তাদের নেই এবং আমি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিব অসম্মানজনক অবস্থায় এবং তারা হবে অপদস্থ।

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। ক্বা-লা ইয়া~আইয়্যুহাল্ মালাউ আইয়্যুকুম ইয়া'তীনী বি'আরশিহা- ক্বাব্‌লা আই ইয়া'তূনী মুসলিমীন।

(৩৮) তিনি বললেন, হে আমার সভাসদবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে এমন আছে যে, তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসবে, তারা আমার কাছে অনুগত হয়ে আসার পূর্বে।

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ

৩৯। ক্বা-লা 'ইফ্‌রীতুম্ মিনাল্ জ্বিন্নি আনা আ-তীকা বিহী ক্বাব্‌লা আন্ তাকূমা মিম্ মাক্বা-মিক, ওয়া ইন্নী 'আলাইহি

(৩৯) জ্বীনের মধ্য হতে এক পালোয়ান বলল, আপনি আপনার আসনে উঠার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে এনে দিব এবং নিশ্চয়ই আমি এ কাজে

لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ

লাক্বাওওয়িয়্যুন আমীন। ৪০। ক্বা-লাল্লাযী 'ইন্দাহূ 'ইলমুম্ মিনাল্ কিতা-বি আনা আ-তীকা বিহী ক্বাব্‌লা আই ইয়ারতাদ্দা

সামর্থ্যবান, বিশ্বস্ত। (৪০) যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল, আমি তা এনে দিব আপনার সামনে, আপনার চক্ষের পালক ফিরাবার

اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۡ لِيَبْلُوَنِيْٓ

ইলাইকা ত্বারফুক ; ফালাম্মা- রাআ-হু মুস্‌তাক্বিররান্ 'ইন্দাহূ ক্বা-লা হা-যা- মিন্ ফাদ্বলি রাব্বী ; লিইয়াব্‌লুআনী~

পূর্বেই। অতঃপর যখন সুলায়মান সেটিকে তাঁর সামনে উপস্থিত দেখতে পেলেন তখন বলল, এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে,

ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۭ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾

আআশ্‌কুরু আম্ আক্‌ফুর ; ওয়া মান্ শাকারা ফাইন্নামা-ইয়াশ্‌কুরু লিনাফ্‌সিহ, ওয়া মান্ কাফারা ফাইন্না রাব্বী গানিইয়্যুন্ কারীম।

আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, সে নিজেরই জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ, (সে জেনে নিক) যে, আমার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী, মর্যাদাবান।

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১। ক্বা-লা নাক্কিরূ লাহা- 'আর্‌শাহা- নান্‌যুর আতাহ্‌তাদী~আম তাকূনু মিনাল্লাযীনা লা- ইয়াহ্‌তাদূন।

(৪১) তিনি বললেন, তার জন্য তার সিংহাসনকে অচেনা করে দাও, আমি দেখব সেকি সঠিকভাবে চিনতে পারে নাকি বিভ্রান্ত হয়?

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۭ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا

৪২। ফালাম্মা- জ্বা—আত ক্বীলা আহা-কাযা- 'আরশুক ; ক্বা-লাত কাআন্নাহূ হুওয়া, ওয়া উতীনাল 'ইল্‌মা মিন্ ক্বাব্‌লিহা-

(৪২) যখন বিলক্বীস আসল, তখন তাকে বলা হল, তোমার সিংহাসনটা কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় সেটাই। এর পূর্বেই আমাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে

وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٣﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ

ওয়া কুন্না– মুসলিমীন। ৪৩। ওয়া স্বাদ্দাহা- মা- কা-নাত্ তা'বুদু মিন্ দূনিল্লা-হ্; ইন্নাহা- কা-নাত মিন্ ক্বাওমিন্

এবং আমরা অনুগত হয়েছি। (৪৩) তাকে (সঠিক পথ গ্রহণে) বাঁধা দিয়ে রেখেছিল, আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে যাদের তারা ইবাদাত করত। নিশ্চয়ই সে ছিল কাফির

كَافِرِينَ ﴿٤٤﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ

কা-ফিরীন। ৪৪। ক্বীলা লাহাদ্খুলিস্ স্বার্হ্, ফালাম্মা- রাআত্হু হ্সিবাত্হু লুজ্জাতাওঁ ওয়া কাশাফাত্ 'আন্ সা-ক্বাইহা-;

সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। (৪৪) তাঁকে বলা হল, এ প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে সেটি দেখল, তখন সে সেটাকে গভীর পানি ধারণা করল এবং তার উভয় পায়ের গোছা থেকে

قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ

ক্বা-লা ইন্নাহূ স্বার্হুম্ মুমার্ররাদুম মিন্ ক্বাওয়া-রীর ; ক্বা-লাত রাব্বি ইন্নী জালাম্তু নাফ্সী ওয়া আস্লাম্তু মা'আ

কাপড় উন্মোচন করলেন, সুলায়মান বললেন, এটাতো কাঁচের আস্তরিত প্রাসাদ। বিলকিস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার আত্মার প্রতি অবিচার করেছি। এখন আমি

ع ৩ ১৮ রুকূ

سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا

সুলাইমা-না লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। ৪৫। ওয়া লাক্বাদ্ আর্সাল্না~ইলা- ছামূদা আখা-হুম স্বা-লিহ্বান আনি'বুদুল্

সুলায়মানের সাথে সারা জাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করছি। (৪৫) আর আমি সামুদের কাছে তাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করেছিলাম এ নির্দেশসহ যে, তোমরা

اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

লা-হা ফাইযা-হুম ফারীক্বা-নি ইয়াখ্তাস্বিমূন। ৪৬। ক্বা-লা ইয়া- ক্বাওমি লিমা তাস্তা'জ্বিলূনা বিস্সায়্যিআতি ক্বাব্লাল্

আল্লাহর ইবাদাত কর। কিন্তু তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া করতে লাগল। (৪৬) ছালেহ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মংগলের পূর্বেই কেন অমংগলের দ্রুত

الْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ۚ

হ্বাসানাহ্, লাওলা- তাস্তাগ্ফিরূনাল্লা-হা লা'আল্লাকুম তুর্হ্বামূন। ৪৭। ক্বা-লুত্ব ত্বাইয়্যার্না- বিকা ওয়া বিমাম্ মা'আক ;

কামনা করছ? তোমরা আল্লাহর কাছে কেন ক্ষমা চাচ্ছ না? যাতে সম্ভবতঃ তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পার। (৪৭) তারা বলল, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে অশুভ

قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

ক্বা-লা ত্বা—ইরুকুম 'ইন্দাল্লা-হি বাল্ আন্তুম ক্বাওমুন্ তুফ্তানূন। ৪৮। ওয়া কা-না ফিল্ মাদীনাতি তিস্'আতু রাহ্ত্বিই

লক্ষণ দেখছি। তিনি বললেন, তোমাদের অশুভ ভাগ্য আল্লাহরই কাছে বরং তোমরাই বিপথগ্রস্থ জাতি। (৪৮) আর সে শহরে এমন নয় জন ব্যক্তি ছিল, যারা দেশে

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ

ইউফ্সিদূনা ফিল আর্দ্বি ওয়ালা- ইউস্বলিহূনা ৪৯। ক্বা-লূ তাক্বা-সামূ বিল্লা-হি লানুবাইয়্যিতান্নাহূ

অশান্তি সৃষ্টি করতো এবং তারা শান্তি স্থাপন করত না। (৪৯) তারা বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহর নামে (এ) শপথ কর যে, তোমরা অবশ্যই রাতে তাকে ও তার পরিবারকে

وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا

ওয়া আহ্লাহূ ছুম্মা লানাক্বূলান্না লিওয়ালিয়্যিহী মা-শাহিদনা- মাহ্লিকা আহ্লিহী ওয়া ইন্না- লাস্বা-দিকূন। ৫০। ওয়া মাকারূ মাক্রাওঁ

হত্যা করবে, অতঃপর তার উত্তরাধিকারীকে বলব, আমরা তার পরিবারের হত্যাকান্ড দেখিনি, নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী। (৫০) এবং তারা ষড়যন্ত্রকরেছিল

وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥١﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا

ওয়া মাকার্না- মাক্রাওঁ ওয়া হুম লা- ইয়াশ'উরূন। ৫১। ফান্জুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতু মাকরিহিম, আন্না-

এবং আমিও এক কৌশল করেছিলাম; অথচ তারা তা অনুভব করতে পারলেন। (৫১) (এখন) দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কেমন হয়েছিল? আমি তাদেরকে

دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٢﴾ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً ۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

দাম্মার্না-হুম ওয়া ক্বাওমাহুম আজ্মা'ঈন।৫২। ফাতিল্কা বুয়ূতুহুম খা-ওয়িয়াতাম্ বিমা- য্বালামূ ; ইন্না ফী যা-লিকা

এবং তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধংস করে দিয়েছি। (৫২) এ হলো তাদের বাড়ি-ঘর, যা তাদের কুফরীর কারণে উজাড় অবস্থায় পড়ে রয়েছে, নিঃসন্দেহে যারা জ্ঞানী সম্প্রদায়

لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ

লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বাওমিই ইয়া'লামূন। ৫৩। ওয়া আন্জাইনাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া কা-নূ ইয়াত্তাক্বূন। ৫৪ ওয়া লূত্বান্ ইয্ ক্বা-লা

তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে উপদেশ। (৫৩) এবং আমি রক্ষা করেছি তাদেরকে, যারা মুমিন এবং পরহেযগার ছিল। (৫৪) এবং লূতের (কাহিনী) স্মরণ করুন,

لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ

লিক্বাওমিহী~আতা'তূনাল ফা-হিশাতা ওয়া আন্তুম তুব্স্বিরূন। ৫৫। আইন্নাকুম লাতা'তূনার্ রিজা-লা শাহ্ওয়াতাম্ মিন্

যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি অশ্লীলতা করছ, এমনাবস্থায় যে, তোমরা (এর খারাবি) দেখছ? (৫৫) তোমরা কি নারীদের বর্জন করে পুরুষদে সহিত

دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا

দূনিন্ নিসা—ই ; বাল্ আন্তুম ক্বাওমুন্ তাজ্হালূন। ৫৬। ফামা- কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বাওমিহী~ইল্লা~আন্ ক্বা-লূ~আখরিজূ~

কামভাব মিটানোর জন্য আসছ? বরং তোমরা নির্বোধ সম্প্রদায়। (৫৬) তখন তাদের এছাড়া আর কোনই উত্তর ছিল না যে, তারা বলল, লূতের সম্প্রদায়কে তোমাদের শহর

اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا

আ-লা লূত্বিম্ মিন্ ক্বারইয়াতিকুম, ইন্নাহুম উনা-সুঈঁ ইয়াতাত্বাহ্হারূন। ৫৭। ফাআন্জ্বাইনা-হু ওয়া আহ্লাহূ~ইল্লাম

থেকে "বের করে দাও"। তারা এমন মানুষ যে তারা পবিত্র থাকতে চায়।" (৫৭) অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। তার ব্যাপারে নির্ধারণ

امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٨﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ؑ ৪ ع ১৪ ১৯ রুকূ

রাআতাহ, ক্বাদ্দারনা-হা-মিনাল গা-বিরীন। ৫৮। ওয়া আম্ত্বার্না- 'আলাইহিম্ মাত্বারা- ; ফাসা—আ মাত্বারুল মুন্যারীন।

করেছিলাম পশ্চাদবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত থাকা। (৫৮) আমি তাদের উপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, আর যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের উপর এ বৃষ্টি কতইনা খারাপ ছিল।

﴿٥٩﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ؐ

৫৯। কুলিল্ হ্বামদু লিল্লা-হি ওয়া সালা-মুন 'আলা- 'ইবা-দিহিল্লাযীনাস্ত্বাফা- ; আ—ল্লা-হু খাইরুন্ আম্মা- ইউশরিকূন।

(৫৯) বলুন, প্রশংসা আল্লাহরই, এবং তার মনোনিত বান্দাদের প্রতি সালাম। (বলুন) আল্লাহ উত্তম, না যাদেরকে তারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে (তারা)?

০ টীকা (আঃ ৫৯) ঃ এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কোন ভাষণ দানের প্রাক্কালে সর্ব প্রথম আল্লাহ্র প্রশংসা ও তার প্রিয় পাত্র নেক বান্দাদের প্রতি সালাম পেশ করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ ক্রমাগতভাবে তাঁর কুদরত ও তার সৃষ্টি ক্ষমতার এক একটি কীর্তিকে উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করেছেন– বল এগুলি কার কাজ? এসব কাজে আল্লাহর সাথে কি অপর কেউ শরীক আছে? যদি না থাকে তবে তোমরা যাদের উপাস্য বলে মনে কর তারা কারা? হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, নবী করীম রাসূল (স) যখন এ আয়াতটি তেলওয়াত করতেন। তখন সংগে সংগে জবাবে বলতেন বালিল্লাহ্ খাইরুও ওয়া আবকা।

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَنْبَتْنَا بِهٖ

৬০। আম্মান্ খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়া আন্যালা লাকুম্ মিনাস্ সামা—ই মা—আন, ফাআম্বাত্না- বিহী

(৬০) (আচ্ছা বলতো) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? এবং কে তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেছেন? আমি তা দ্বারা সৃষ্টি করেছি

حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ هُمْ

হ্বাদা—ইক্বা যা-তা বাহ্জ্বাতিন, মা- কা-না লাকুম আন্ তুম্বিতূ শাজ্বারাহা-; আইলা-হুম্ মা'আল্লা-হি ; বাল্ হুম্

সুন্দর বাগান, তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করা তোমাদের পক্ষে (কোনভাবেই) সম্ভব ছিল না। আল্লাহর সাথে আর অন্য কোন মাবূদ আছে কি? বরং ওরাই

قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ ۝٦١ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلٰلَهَا أَنْهٰرًا وَجَعَلَ لَهَا

ক্বাওমুই ইয়া'দিলূন। ৬১। আম্মান্ জ্বা'আলাল্ আর্দ্বা ক্বারা-রাওঁ ওয়া জ্বা'আলা খিলা-লাহা ~আন্হা-রাওঁ ওয়া জ্বা'আলা লাহা-

সত্যভ্রষ্ট সম্প্রদায়। (৬১) বলতো কে পৃথিবীকে করেছেন বাসের যোগ্য এবং তার মধ্যে নদীসমূহ প্রবাহিত করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তার

رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

রাওয়া-সিয়া ওয়া জ্বা'আলা বাইনাল্ বাহ্রাইনি হ্বা-জ্বিযান; আইলা-হুম্ মা'আল্লা-হি; বাল্ আক্ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন।

(স্থিরতার) জন্য মজবুত পাহাড়সমূহ এবং করে রেখেছেন দু'সমুদ্রের মধ্যে প্রতিবন্ধক? আল্লাহর সাথে অন্য আর কেউ মাবূদ আছেন? বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

৬২। আম্মাই ইউজ্বীবুল মুদ্বত্বাররা ইযা- দা'আ-হু ওয়া ইয়াক্শিফুস্ সূ—আ ওয়া ইয়াজ্'আলুকুম খুলাফা—আল্

(৬২) কে সাড়া দেন অসহায়দের ডাকে, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে বিপদ দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা (উত্তরাধিকারী) করেন? সুতরাং

الْأَرْضِ ۗ أَإِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٦٣ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّ

আরদ্বি ; আ-ইলাহুম্ মা'আল্লা-হি ; ক্বালীলাম্ মা- তাযাক্কারূন। ৬৩। আম্মাই ইয়াহ্দীকুম ফী জুলুমা-তিল্ বার্রি

আল্লাহর সাথে অন্য আরও মাবূদ আছে কি? তোমরা অল্প সংখ্যক লোকই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (৬৩) কে তোমাদেরকে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ

وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ ۚ

ওয়াল্ বাহ্রি ওয়া মাই ইউরসিলুর্ রিয়া-হ্বা বুশ্রাম্ বাইনা ইয়াদাই রাহ্মাতিহী; আইলা-হুম্ মা'আল্লা-হি ;

প্রদর্শন করেন এবং কে তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বেই সুসংবাদবাহী বায়ু পরিচালনা করেন? (অতএব) আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবূদ আছে কি? তারা যেগুলোকে

تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٦٤ أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ

তা'আ-লাল্লা-হু 'আম্মা- ইউশ্রিকূন। ৬৪। আম্মাই ইয়াব্দাউল্ খাল্ক্বা ছুম্মা ইউ'ঈদুহূ ওয়ামাই ইয়ার্যুক্বুকুম্

শরীক করে তাদের থেকে আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে। (৬৪) কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন সৃষ্টিকে; অতঃপর তা (পুনরায়) প্রত্যাবর্তন করাবেন? কে তোমাদেরকে

✪ টীকা (আঃ ৬৪) ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরকাল অবিশ্বাসীদের শিক্ষার জন্য উদাহরণ স্বরূপ একই জাতীয় বস্তুর বার বার জন্মের উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যেমন ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর আসে; কালের গতিরোধ হয় না। তদ্রূপ উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে বার বার তাদের উৎপত্তি বা জন্ম হয়ে থাকে। জন্মের গতিরোধ হয় না। আমরা এটা পার্থিব জগতে প্রত্যক্ষ করে থাকি। তথাপি আমরা জন্ম রহস্য উদঘাটন করতে পারি না। এরূপ জন্মদাতা ও স্রষ্টার পক্ষে 'কেয়ামতে' পুনর্জীবিত করা আদৌ অস্বীকার করা যায় না।

আলোচ্য আয়াতে আরও বুঝতে পারা যায় যে, যে মহান আল্লাহ এই বিরাট সৃষ্টিকে বিনা নমুনায় প্রথমবার সৃষ্টি করতে অনায়াসে সক্ষম, তিনি আবার এই সৃষ্টিকে পুনর্জীবিত করতেও সক্ষম।